

পার্সিয়ান সংস্কৃত

# দ্ব্যুম্ব মুহাম্মদ প্রাগ্রে



মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক  
আমীনুত তালীম, মারকায়দ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

# ঈমান সবার আগে

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক  
মারকায়দ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

প্রকাশনায়  
**রাহনূমা প্রকাশনী™**

## ইমান সবার আগে

ঐতিহ্য	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক
সম্পাদনা	মারকায়ুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা
বিতীয় সংকরণ	মে ২০১৫
প্রথম প্রকাশ	জুলাই ২০১৩
প্রকাশনা সংখ্যা	১৬
প্রচ্ছদ	মুহাম্মদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিস্টিং প্রেস ৩/১, পাট্টাইলি লেন, ঢাকা ১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনূমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আভারগাউড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ৯০.০০ (নবই টাকা মাত্র)

### EMAN SOBAR AAGE

Writer- Mawlana Muhammad Abdul Malek, Published by: Rahnuma Prokashoni,  
Price: Tk. 90.00, US \$ 5.00 only.

ISBN : 978-984-90617-4-8

E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

## ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি মানুষের জন্য দীন হিসাবে একমাত্র ইসলামকেই মনোনীত করেছেন। পৃথিবীতে তারাই সৌভাগ্যবান, যারা দীন হিসাবে একমাত্র ইসলামকেই কবুল করে মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছেন। আর মুসলমানের কাছে ঈমান হল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বরং প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এই মূল্যবান সম্পদ ঈমান শুধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, বরং ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনে-প্রাণে কবুল করার নাম। ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ পরিচয় কী এবং তার অপরিহার্য দাবি ও অনুষঙ্গগুলোই বা কী? সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে দীন ও ঈমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের যেহেতু সঠিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই, (সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের নয়।) সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই বিষয়ে সঠিক ধারণা সম্বলিত ও কুরআন হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসহ একটি গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। যে গ্রন্থের আলোকে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের ঈমান যাচাই করতে পারবেন, সহজে করে নিতে পারবেন আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং জীবন ও কর্ম নিরীক্ষাও।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক দা.বা. হুয়ুর মাসিক আল কাউসার-এ এই বিষয়কে সামনে রেখেই বর্তমানের এই চাহিদা পূরণে উদ্যোগি হয়েছেন। পর পর তিনি সংখ্যায় তিনি এ বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। যা বর্তমানে বই আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

রাহনুমা প্রকাশনী বইটি প্রকাশের অনুমতি পেয়ে এবং পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছে। সেই সঙ্গে আল্লাহর দরবারে আদায় করছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুকরিয়া। রাহনুমা প্রকাশনীর পক্ষ থেকে মারকাযুদ দাওয়াহ্ এবং হ্যরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেবের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দয়াময় আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা- হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে হ্যরত মাওলানাকে নেক হায়াত দান কর, সু-স্বাস্থ্য দান কর এবং তাঁর এলমী, ফিক্ৰী ও ছচ্ছাই সকল খেদমতের সঙ্গে এ গ্রন্থটি কবূল কর এবং আমাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ়পদ রাখ। আমীন।

গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও ক্রিটিমুক্ত করতে যাদের সহযোগিতা, কষ্ট, ত্যাগ এবং অন্ন সময়ে অধিক পরিশ্রম হয়েছে, দয়াময় আল্লাহ তাদের সকলকে উভয় জাহানে উন্নত বদলা দান করুন।

গ্রন্থটির প্রকাশে সময় সঞ্চারের কারণে যদি কিছু ভুল-ক্রটি রয়ে যায়, তার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। অনুরোধ করছি সকলকে, কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে অবশ্যই আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ।

ইয়া রাহমানুর রাহীম! আমাদের এই চেষ্টাটুকু কবূল করুন। এর বদৌলতে এ গ্রন্থের রচয়িতা ও তাঁর পরিবারের সকলকে কবূল করুন। মারকাযুদ দাওয়াহ্ ও এর সহযোগী এবং শুভাকাঞ্চীদেরকে কবূল করুন। রাহনুমা প্রকাশনী, প্রকাশক, পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবূল করুন। আমীন।

তারিখ

৮ জুলাই ২০১৩ ঈসায়ী

সোমবার

বিনীত-  
প্রকাশক

## সূচীপত্র

ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ.....	০৭
ঈমান ওইর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্঵াস করার নাম .....	০৮
ঈমান অবিচল বিশ্বাসের ..... বেঁলো বিষয়কে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেয়ার নাম .....	০৮
ঈমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম .....	১২
ঈমান অর্থ সমর্পণ.....	১৪
ঈমান শরীয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম .....	১৫
ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও, সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন .....	১৭
আস্থা-ভালোবাসা ও ভক্তি-শান্তা ছাড়া ঈমান হয় না; বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা অধীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফর .....	২১
অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ বিবাগবিদ্বেষের চেয়েও হীন ও ভয়াবহ .....	২৩
মুনাফিকদের কাছে আল্লাহর দীন, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আহকাম অতি অপছন্দনীয় .....	২৮
আল্লাহর নায়িলকৃত কিতাব এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত অপছন্দ করা কুফরী। যে এই কুফরীতে লিঙ্গ ব্যক্তিদের কিছুমাত্র সমর্থন করবে সে মুরতাদ .....	২৯
ঈমান একটি একক, এতে বিভাজনের অবকাশ নেই .....	৩০
ঈমানী আকাইদ ও আহকাম স্পষ্টভাবে ঘোষিত ও গোটা উম্মাহর দ্বারা প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত, এতে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা অধীকারেরই এক প্রকার .....	৩৩
দিল ও যবানের একাত্তৃতা ঈমান। এতে নেফাকের কোনো স্থান নেই.....	৩৫
ঈমান একটি স্থায়ী অঙ্গিকার, ‘ইরতিদাদ’ সাধারণ কুফরের চেয়েও ভয়াবহ কুফর .....	৩৬

ইমানের সবচেয়ে বড় রোকন তাওহীদ, শিরক মিশ্রিত ইমান	
আল্লাহর কাছে ইমানই নয় .....	৪১
ইমানের দাবি, মুয়ালাত ও বারাআত ইমানের ভিত্তিতেই হবে .....	৪৫
সহযোগিতা করা না-করার মানদণ্ড .....	৫২
ইমান অতি সংবেদনশীল, মুমিন ও গায়রে মুমিনের মিশ্রণ তার কাছে সহলীয় নয় .....	৫৩
ইমান পরীক্ষার উপায় .....	৫৬
ক. আমার যাকে কোনো কুফরী আকীদা নেই তো? .....	৫৭
খ. আমার মধ্যে নিফাক নেই তো? .....	৫৮
গ. শাআইরে ইসলামের বিষয়ে আমার অবস্থান কী? .....	৫৮
ঘ. আমার অঙ্গের অন্যদের শাআইরের প্রতি ভালবাসা নেই তো?....	৫৯
ঙ. পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে আমার নীতি উল্টা না তো? .....	৬১
চ. নিজের ইচ্ছা বা পছন্দের কারণে ইমান ছাড়ছি না তো? .....	৬৩
ছ. আল্লাহকে হাকিম ও বিধানদাতা মেনে নিতে আমার যন্তে কোনো দ্বিধা নেই তো? (নাউয়বিল্লাহ) .....	৬৮
জ. আমি সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্যুত হচ্ছি না তো? .....	৭৫
দল ও দলনেতা আবেরাতে কাজে আসবে না .....	৭৫
তওবার দরজা খোলা আছে .....	৭৬

# ঈমান ও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ  
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ، وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ،

সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান আলো, কুফর অঙ্ককার। ঈমান জীবন, কুফর মৃত্যু। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরল পথ, আর কুফর ভ্রষ্টার রাস্তা।

ঈমান মুসলমানের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। ঈমানদার সকল কষ্ট সহ্য করতে পারে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে, কিন্তু ঈমান ছাড়তে পারে না। ঈমানই তার কাছে সবকিছু থেকে বড়। ঈমান শধু মুখে কালেমা পড়ার নাম নয়, ইসলামকে তার সকল অপরিহার্য অনুষঙ্গসহ মনেপ্রাণে কবুল করার নাম। আর এ-কারণে মুমিনকে হতে হবে সুদৃঢ়, সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ। মুমিন কখনো শৈথিল্যবাদী হতে পারে না। কুফরির সাথে যেমন তার সক্ষি হতে পারে না তেমনি মুরতাদ ও অমুসলিমের সাথেও বন্ধুত্ব হতে পারে না।

ইসলামের পূর্ণ পরিচয় কী এবং তার অপরিহার্য দাবি ও অনুষঙ্গগুলোই বা কী? সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করাই এ প্রক্ষেপের উদ্দেশ্য।

ধীন ও ঈমান সম্পর্কে বেপরোয়া লোকদের যেহেতু এইসব বিষয়ের জ্ঞান নেই, কিংবা জ্ঞান ধাকলেও পরোয়া নেই তাই তাদের মতে ঈমান-কুফরের সক্ষিও অসম্ভব কিছু নয়। (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আয়ীম)

কাকে বলে ঈমান আর তার অপরিহার্য অনুষঙ্গ কী— এ সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হল।

১. ইমান ওহীর মাধ্যমে জানা সকল সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম অঙ্গতা-অনুমান আর কল্পনা-কুসংস্কারের কোনো অবকাশ ইমানে নেই। ইমান এই সত্য সঠিক আকীদাকে স্বীকার করা এবং সত্য বলে বিশ্বাস করার নাম, যা আসমানী ওহীর দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। যে ওহী ‘আল কুরআনুল কারীম’ এবং ‘আস্মন্মাতুল নাবাবিয়াহ’ রূপে এখনো সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

## ২. ইমান অবিচল বিশ্বাসের নাম

ইমান তো অবিচল ও দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। সংশয় ও দোদুল্যমানতার মিশ্রণও এখানে হতে পারে না। সংশয়ই যদি থাকে তবে তা ‘আকীদা কীভাবে হয়?’ বিশ্বাস যদি দৃঢ়ই না হয় তবে তা ইমান কীভাবে হয়?’

কুরআন ঘজীদের ইরশাদ-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই সত্যনিষ্ঠ। -আলহজুরাত ৪৯ : ১৫

সংশয় ও দোদুল্যমানতা কাফির ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য, মুমিনের নয়। ইরশাদ হয়েছে-

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِمْ بِالْمُسْتَقِرِينَ @ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَإِرْتَابُهُمْ  
فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَرْتَدُّونَ

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ইমান আনে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদে অব্যাহতি পাওয়ার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ মুস্তাকীদের সমফো সবিশেষ অবহিত। তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা শুধু ওরাই করে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ইমান আনে না এবং যাদের চিন্তা সংশয়যুক্ত। ওরা তো আপন সংশয়ে বিধিষ্ঠিত। -আত তাওবা ৯ : ৪৪-৪৫

৩. কোনো বিষয়কে শধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে মেনে নেয়ার নাম ইমান

ইমানের অন্যতম শুরুত্তপূর্ণ রোকন হল, কোনো বিষয়কে শধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা।

মুমিন তো শধু জানতে চায় যে, অমুক বিষয়ে আল্লাহ তাআলার হকুম কী, অমুক আয়াতের অর্থ ও মর্য কী, অমুক বিষয়ে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা বা সুবাহ কী? কোনো আলেমে ধীনের কাছে যখন সে জানতে পারে, এটি শরীয়তের হকুম কিংবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবাদ তখন আর তা কবুল করে নিতে বা বিশ্বাস করতে মুমিনের কোনোরূপ হিধা থাকে না। এরপর তা মেনে নিতে বিলম্ব করা মুমিন কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

মুমিনের বিশ্বাস থাকে আল্লাহ তাআলার উপর, তাঁর রাসূলের উপর, তাঁর পক্ষ থেকে অবর্তীর্ণ কিতাব ও শরীয়তের উপর। তাই যখন সে জানতে পারে যে, এটি আল্লাহ তাআলার ফরমান, এটি তাঁর শরীয়তের বিধান তখন সে বিনা হি য় কাগবিলম্ব না করে বলে ওঠে-

سِيْفَنَا وَأَطْعَنَا<sup>١</sup>

শুনলাম ও মেনে নিলাম। -সূরা নূর (২৪) : ৫১

أَمَّنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

‘আমরা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। -সূরা আলি-ইমরান (৩) : ৭

প্রশ্ন হল, যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এটি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ, তখন সেই ফরমান মেনে নিতে মুমিনের আর কীসের অপেক্ষা?

এই অপেক্ষা যে, কোনো বিজ্ঞানী, কোনো বুদ্ধিজীবী, কোনো ইজম বা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা পৃথিবীর কোনো সুপার পাওয়ার সেই ওহীর ফরমানের উপর অনুমোদনের দন্তখত(?) করবে? অথবা অন্ততপক্ষে তাদের কারো এ বিষয়ে আপত্তি নেই- এ তথ্য প্রাপ্তির অপেক্ষা? নাকি এর অপেক্ষা যে, সে নিজেই এই গায়েবি সংবাদের যথার্থতা সচক্ষে দেখবে ও এর হেকমত অনুধাবন করবে?

খুব মনে রাখবেন, আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো বিধানের প্রতি আস্থার অভাবে ইমান আনতে বিলম্ব করা ও কালঙ্কেপণ করাও কুফরের অন্তর্ভুক্ত। এর দরক্ষ

কাফেরের কুফরি প্রলম্বিত হতে থাকে। আর কালিমা পাঠকারী কোনো মুসলিম এমনটি করলে সে মুরতাদ হয়ে যায়।

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর ইমান আনার আর কী থাকে? চোখে দেখা বিষয়কে কে অঙ্গীকার করে?

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বিষয়সমূহ ইমানের বিষয়বস্তু হতে পারে না। এসব তো মানুষ এমনিতেই মেনে নেয়। এতে ইমান আনা না আনার প্রশ্নই অবাস্তর।

দেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের নাম ইমান নয়। মুমিনকে তো এজন্য মুমিন বলা হয় যে, সে না দেখা বিষয় শুধু আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের সংবাদের উপর ভিত্তি করে মেনে নিয়েছে ও বিশ্বাস করেছে।

দাহরিয়ারা বলে, ‘স্বচক্ষে দেখা ছাড়া আমরা কিছু মানি না।’ আর যুক্তিপূজারীরা বলে, ‘আমাদের “আকল” দিয়ে যতক্ষণ একটি বিষয়ের স্বরূপ ও তাৎপর্য বুঝে নিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা আমরা মানি না।’ পক্ষান্তরে মুমিন বলে, ‘সত্য সংবাদদাতার সংবাদ মেনে নেওয়া সুস্থ বিবেকেরই ফয়সালা।’

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের শুরুতেই মুমিনের গায়েবে বিশ্বাস করার এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করে বলেছেন—

الْهُوَ الَّذِي لَكُمْ كِتَابٌ لَا رَبَّ لَهُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۖ أَنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقْرِئُونَ  
الصَّلْوةَ وَمِنَازِرَ قُنْبَمْ يُنْفِقُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِ إِنِّي لَكُمْ مَا أَنْزَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَ  
بِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ ۖ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۖ

আলিফ লাম মীম, এটি সেই কিতাব। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হেদায়াত এমন ভৌতি অবলম্বনকারীদের জন্য—

যারা (যারা আল্লাহর সংবাদের ভিত্তিতে গায়েব অর্থাৎ) অদৃশ্য জিনিসমূহের প্রতি ইমান রাখে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে।

এবং যারা ইমান রাখে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতেও এবং তারা আবিরাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই এমন লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সঠিক পথের উপর আছে এবং এরাই এমন লোক, যারা সফলতা লাভকারী। -সূরা বাকারা (২) : ১-৫

যে ব্যক্তি মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত অদৃশ্য বিষয় মেনে নিতে এ জন্য সন্দিহান থাকে যে, সে সকল বিষয়ের ধরণ ও বিজ্ঞারিত বিবরণ তার বুঝে আসছে না। অথবা শরীয়তের কোনো হৃকুম করুল করতে এজন্য দ্বিধাগ্রস্ত যে, তার এই হৃকুমের হেকমত বুঝে আসছে না। এ সকল লোক আসলে ঈমানের হাকীকতই বোঝে না।

তাদেরকে কে বোঝাবে যে, যে বিষয়টি আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন অথবা বিষয়টি আপনি নিজে অনুধাবন করতে পেরেছেন বলে তা বিশ্বাস করছেন; অথচ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের সংবাদ পাওয়ার পরও কিন্তু আপনার আঙ্গা হচ্ছিল না; বরং সন্দেহ থেকে গিয়েছিল তাহলে এটা ‘ঈমান কীভাবে হয়?’!

আপনার এ মেনে নেয়া তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কথার উপর নির্ভর করে হয়নি। ঈমান তো তখন ঈমান বলে গণ্য হবে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আপনার আঙ্গা ও নির্ভরতা থাকবে। যার প্রতি আঙ্গা ও নির্ভরতাই নেই তার উপর ঈমানের দাবি কীভাবে হয়?

এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হয়ে গেলে ঐসব লোকের ঈমানের অবঙ্গাও স্পষ্ট হয়ে যাবে, যারা শুধু মুখের দাবিতে মুসলমান। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের যেসব হৃকুমের ব্যাপারে দুনিয়ার সুপার পাওয়ার বা নিজ দলের প্রধান কিংবা নিজের আঙ্গভাজন কোনো বিজ্ঞানী অথবা বুদ্ধিজীবীর আপত্তি রয়েছে সেসব বিষয় তার কাছেও সন্দেহপূর্ণ বা আপত্তিকর মনে হয়।

বলাবাহ্ল্য, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যদি তাদের ঈমান থাকত তাহলে অন্য কোনো ব্যক্তির আপত্তির কারণে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান ও সংবাদ সম্পর্কে তাদের ঈমান সন্দিহান হত না। যার প্রতি আঙ্গা ও বিশ্বাস বেশি তার আপত্তির কারণেই এমন ব্যক্তির কথা সন্দেহপূর্ণ মনে হয়, যার প্রতি আঙ্গা ও বিশ্বাস কম কিংবা একেবারেই নেই। তো বোবা গেল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি তাদের ঈমান ও আঙ্গা কম আর এর অঙ্গীকারকারীদের প্রতি তাদের আঙ্গা ও বিশ্বাস বেশি। আর এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, এ ধরনের ঈমান আসলে ঈমানই নয়।

আল্লাহর দেওয়া ইলমে ওইর মাধ্যমে প্রাণ গায়েবের প্রতি ঈমানের নেয়ামত থেকে যারা মাহন্ত তারা ঈয়াকীনী ইলম (নিশ্চিত জ্ঞান) ছেড়ে নিছক ধারণা, অনুমান এবং খেয়াল-খুশির পিছনে ছুটে বেড়ায় এবং আল্লাহ রাসূল আলামীন যিনি ‘আসদাকুল কৃ-ইলীন’, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ‘আসসাদিকুল মাসদূক’ এবং ‘আসসাদিকুল আমীন’ তাদের সংবাদের উপর নির্ভর

করে না, পক্ষান্তরে না বুঝে না দেখে নিজের মতো আরেক পথহারা ব্যক্তির কথা নির্ধিধায় মেনে নেয়!! নেয়ামতের কদর না করলে এটাই হয় পরিণাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফায়ত করুন। আমীন।

#### ৪. ইমান সত্যের সাক্ষ্যদান এবং আরকানে ইসলাম পালনের নাম

অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখেও সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া ইমানের অন্যতম রোকন। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীআ গোত্রে প্রতিনিধিদলকে এক আল্লাহর উপর ইমান আনার আদেশ করার পর জিজ্ঞাসা করেছিলেন-

أَنْذِرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا : أَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : شَهَادَةُ أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَعْتَمِ الخَمْسَ.

তোমরা কি জান ‘এক আল্লাহর উপর ইমান’ কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (এক আল্লাহর উপর ইমান আনার অর্থ) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য যাবুদ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রম্যানের রোয়া রাখা ও গণীয়তের এক পঞ্চমাংশ প্রেরণ করা। –সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৩, কিতাবুল ইমান, আদাউল খুমুসি মিনাল ইমান

হকের সাক্ষ্য দেওয়া মুমিনের পরিচয়। মুমিন কখনো সত্য গোপন করে না। অর্থাৎ সত্যকে জেনেও তা স্বীকার করা থেকে বিরত থাকে না। কখনো মিথ্যা ও অবাস্তব সাক্ষ্যও দেয় না। অসত্য ও অবাস্তবের সাক্ষ্য দেওয়া তো কাফির মুশরিকদের বৈশিষ্ট্য। মুমিন তো এমন সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করে।

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْتَّلِيكُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَاتِلًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ يَقْدِيرُ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعْدِيَّتِهِمْ ۖ وَمَنْ يَكْفُرُ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ فَإِنَّ حَاجِزُوكُمْ فَقْلُ أَنْلَيْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمْمِينَ عَأَسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنَّ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۖ وَاللَّهُ بِصَدِيقٍ بِالْعِبَادِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ

يَكُفِرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑥ أُولَئِكَ الَّذِينَ حِبَطُوا أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصْرٍ ⑦

আল্লাহ সাক্ষী দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

\* নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধীন। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো পরম্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নির্দর্শনকে অস্তীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

\* যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিঙ্গ হয়, তবে তুমি বল ‘আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীগণও’। আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, ‘তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ?’ যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয়ই তারা পথ পেয়েছে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য তো শুধু প্রচার করা। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

\* যারা আল্লাহর আয়াত অস্তীকার করে, অন্যায়রূপে নবীদেরকে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়ের নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মস্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

\* এসব লোকদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আবেরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। -আলে ইমরান (৩) : ১৮-২২

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِيدٌ بِيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحَى إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنِّي رَّكِّمْ  
بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ أَهْلَهُ أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَآخِذُ  
وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ⑥ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ  
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑦ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ  
بِأَيْتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ⑧

বল, “সাক্ষ্য দানে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস কী? বল, আল্লাহর আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটা পৌছবে তাদেরকে এর দ্বারা সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহও আছে? বল, ‘আমি সে সাক্ষ্য দেই না’। বল, তিনি তো এক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তা হতে আমি অবশ্যই নির্লিঙ্গ। আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেইরূপে চিনে যেইরূপ চিনে তাদের সন্তানগণকে। যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বিশ্বাস করবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? নিশ্চিত জেনে রাখ, জালিমরা সফলতা লাভ করতে পারে না। –আল আনআম (৬) : ১৯-২১

## ৫. ইমান অর্থ সমর্পণ

ইমান আনার অনিবার্য অর্থ, বাস্দা নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। তাঁর প্রতিটি আদেশ শিরোধার্য করবে। আল্লাহর প্রতি ইমান আর আল্লাহর বিধানে আপত্তি একত্র হতে পারে না। রাসূলের প্রতি ইমান আর তাঁর আদর্শের উপর আপত্তি, কুরআনের প্রতি ইমান আর তার কোনো আয়াত বা বিধানের উপর আপত্তি কখনো একত্রিত হয় না।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমর্পণ আর ইবলীস ও তার অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য বিপরীত যুক্তি। এখন তো শুধু আপত্তি বা বিপরীত যুক্তি নয়, রাসূল, কুরআন ও ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য বিদ্রোহকরীকেও মুসলমান মনে করা হয়। কারো প্রতি ইমান, অতপর তার বিরুদ্ধতা এ দুটো একত্র হওয়া অসম্ভব হলেও ‘অসহায়’। ইসলামের ব্যাপারে বর্তমানের ‘বুদ্ধিজীবী’দের কাছে তা পুরাপুরিই সম্ভব। বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই জানেন, ইসলামবিহীন তথা সমর্পণবিহীন ইমানের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এ তো ইমানের সাথে সরাসরি বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

وَمَنْ يَرْجِعْ بَعْنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي  
الْآخِرَةِ لَيْسَ الصَّلِحُونَ ① إِذَا قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۝ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ② وَأَوْصَى  
بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۝ يُبَيِّنَ أَنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لِكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
مُسْلِمُونَ ۝

যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে। পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আবেরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম।

\* তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর। সে বলেছিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।

\* এবং ইবরাহীম ও ইয়াকুব এই সমস্কে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না। -আল বাকারা (২) : ১৩০-১৩২

قُلْ إِنَّمَاٰ هَدَىٰ نَّبِيُّ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَيَّمًا مِّلَّةً إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِيَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ بِذِلِّكَ أُمِرْتُ ۖ وَ أَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

\* বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সংপথে পরিচালিত করেছেন। সেটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

\* বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথানতকারী। -আল আনআম ৬ : ১৬১-১৬৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْبِهِ وَ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

\* হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ডয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না। -আলে ইমরান ৩ : ১০২

## ৬. ইমান শরীয়ত ও উসওয়ায়ে হাসানাকে গ্রহণ করার নাম

ইসলামকে শুধু সত্য ও সুন্দর জানা বা বলার নাম ইমান নয়। কারণ, হক ও সত্যকে শুধু জানা বা মুখে বলা ইমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। ইমান তো তখনই হবে যখন এই সত্যকে মনেপোনে কবুল করবে এবং এর সম্পর্কে অস্তরে কোনো স্থিতি থাকবে না। ইসলাম তো ‘আকীদা’ ও ‘শরীয়ত’-এ দুইয়ের সমষ্টির

নাম। এ দুটোর বিশ্বাস এবং মেনে নেওয়ার দ্বারাই ইমান সাব্যস্ত হতে পারে। ‘শরীয়ত’ অর্থ, ধীনের বিধিবিধান ও ইসলামী জীবনের নবী-আদর্শ, কুরআন যাকে মুমিনের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা সাব্যস্ত করেছে-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَّا  
قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا إِنَّسِلِمًا<sup>④</sup>

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভাবে তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সমষ্টি তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেয়।  
—আন নিসা ৪ : ৬৫

الَّهُ تَرَإِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِسَاٰءِ اٰنْزِلِ إِلَيْكَ وَ مَاٰ اٰنْزِلِ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ  
يَتَحَكِّمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمْرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا  
بَعْيَدًا<sup>⑤</sup> وَ إِذَا قَبَلَ لَهُمْ تَعَالَى إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ  
صُدُودًا<sup>⑥</sup>

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অর্থ তারা তাগুত্তের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথচার করতে চায়?

\* তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। —আন নিসা ৪ : ৬০-৬১

ثُمَّ جَعَلْنَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَ لَا تَتَّبِعُ هُوَ آءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ<sup>⑦</sup> إِنَّهُمْ لَنَ  
يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَ اللَّهُ وَلِيُ الْمُتَّقِينَ<sup>⑧</sup> هُنَا  
بَصَارُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوْقَنُونَ<sup>⑨</sup>

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি ধীনের বিশেষ শরীয়তের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না।

\* আল্লাহর মুকাবেলায় তারা তোমার কোনোই উপকার করতে পারবে না; জালিমরা একে অন্যের বঙ্গু; আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বঙ্গু।

\* এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও রহমত। -আল জাছিয়া ৪৫ : ১৮-২০

### ৭. ঈমান শুধু গ্রহণ নয়, বর্জনও, সত্যকে গ্রহণ আর বাতিলকে বর্জন

কোনো আকীদাকে মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তার বিপরীত বিষয়কেও সঠিক মনে করা স্ববিরোধিত। মানবের সুস্থ বৃদ্ধি তা গ্রহণ করতে পারে না। ইসলামেও তা অগ্রহণীয়। ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে যখন বিপরীত সব কিছু বাতিল ও মিথ্যা মনে করবে এবং তা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সকল প্রকারের শিরক ও কুফর থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা সরাসরি ঈমানেরই অংশ। যেমন ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাওহীদ। তাওহীদ কি শুধু আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ মানা? না তা নয়। তাওহীদ অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সত্য মাবুদ বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বা কোনো কিছুকে মাবুদ বলে স্বীকার না করা। তাওহীদ অর্থ, আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করা, আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করা। তাওহীদ অর্থ, উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়ে শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য না চাওয়া। তাওহীদের অর্থ, একমাত্র আল্লাহকেই কল্যাণ-অকল্যাণের, হায়াত মওতের মালিক মনে করা, অন্য কাউকে এসব বিষয়ে ক্ষমতাশালী মনে না করা। তাওহীদ অর্থ, শুধু আল্লাহকে আহকামুল হাকিমীন মনে করা, আল্লাহর হকুমের বিরুদ্ধে কারো হকুম স্বীকার না করা, তাওহীদ অর্থ, শুধু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার আনুগত্যকেই অপরিহার্য মনে করা, অন্য কোনো শরীয়তের আনুগত্য বৈধ মনে না করা। তাওহীদ অর্থ, শুধু ইসলামকেই হকু ও সত্য মনে করা, অন্য কোনো দীনকে হকু ও সত্য মনে না করা।

মোটকথা, সব জরুরিয়াতে দ্বীন (দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) এবং অকাট্য আকীদা ও আহকাম এই প্রকারেরই অস্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ে ঈমান তখনই সাব্যস্ত হবে যখন তার বিপরীত বিষয়কে বাতিল ও মিথ্যা বলে বিশ্বাস করা হবে। আর তা থেকে ‘তাবার্রি’ (সম্পর্কহীনতা) অবলম্বন করা হবে। এ সব তো ‘মুজতাহাদ ফী’ (যাতে শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে একাধিক মত হতে পারে) বা ‘তানাওউয়ে সুন্নত’ (যাতে একাধিক সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি রয়েছে)-এর ক্ষেত্র নয় যে, বিপরীত দিকটিকেও গ্রহণযোগ্য বা নীরবতার যোগ্য মনে করা যায়।

আজকাল দীন ও ঈমানের বিষয়ে যেসব বিপদ ও ফির্তার ঘটছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফির্তা এটাই যে, জরুরিয়াতে দীন, মৌলিক আকীদা ও একমত্যপূর্ণ বিষয়াদিকেও একাধিক মতের সম্ভাবনাযুক্ত বিষয়াদির মতো মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে হ্রবহু মেনে নেওয়ার বিষয়। এগুলো তো ‘ধারণা’ ও ‘মতামত’ প্রকাশের ক্ষেত্রই নয়। এসব ক্ষেত্রে একমাত্র সেটাই সত্য, যা কুরআন মজীদ, সুন্নতে মুতাওয়ারাছা (গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে সর্বযুগে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ) ও ইজমার দ্বারা গ্রাম্যিত।

এখানে বিপরীত দিকগুলোর কোনো অবকাশই নেই। সেগুলো নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভ্রান্ত। এই হক ও সত্যকে গ্রহণ করা এবং সকল বিরোধী মত, চিন্তা ও দর্শন, যা নিঃসন্দেহে বাতিল ও ভ্রান্ত, তা থেকে তাবারুরি (সম্পর্কহীনতা) অবলম্বনের নাম ঈমান।

ইবরাহীম আ. তাঁর কওমকে বলেছিলেন :

يَقُولُ إِنِّي بَرَئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ④ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑤

‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

\* আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অতঙ্কৃত নই। – আল আনআম ৬ : ৭৮-৭৯

হৃদ আ. তাঁর কওমের উত্তরে বলেছিলেন –

قَالَ إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَإِنِّي أَشْهَدُوا إِنِّي بَرَئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑦ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَيْبِعًا لَمْ لَا تُنْظِرُونِ ⑧ إِنِّي تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۖ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخْذُ بِنَاصِيَتِهَا ۖ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ⑨

আমি তো আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিচ্যাই আমি তা হতে মুক্ত, যাকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক কর,

\* আল্লাহ ব্যতীত তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না।

\* আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোনো জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়তাধীন নয়, নিচয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। -সূরা হৃদ (১১) : ৫৪-৫৬

সূরায়ে মুমতাহিনায় বলা হয়েছে-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا إِنَّا بُرُءُونَ مِنْكُمْ وَمِنَّا  
تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدَا حَتَّى  
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ لَأَيْمَنِهِ لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ  
رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوْكِنَّا وَإِلَيْكَ أَتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمِصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ  
لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ  
الْيَوْمَ الْآخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ۝

\* তোমার জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শক্রতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ঈমান আন’, তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি- আমি নিচয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আমি কোনো অধিকার রাখি না।

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনারই উপর নির্ভর করেছি, আপনারই দিকে আমরা রঞ্জু হয়েছি এবং আপনারই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে কাফেরদের পরীক্ষার পাত্র বানাবেন না এবং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিচয়ই কেবল আপনিই এমন, যার ক্ষমতা পরিপূর্ণ, হেকমতও পরিপূর্ণ।

(হে মুসলিমগণ!) নিচয়ই তোমাদের জন্য তাদের (কর্মপ্রভাব) মধ্যে আছে উত্তম আদর্শ, প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে, আল্লাহ ও আব্দেরাত দিবসের আশা রাখে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (সে যেন মনে রাখে), আল্লাহ সকলের থেকে মুখাপেক্ষীতাহীন, আপনিই প্রশংসার্হ। -সূরা মুমতাহিনা ৬০ : ৪-৬

কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা হারাম। এরপরও ইবরাহীম আ। আখরের জন্য কেন দুআ করেছেন- তার জবাব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় দিয়েছেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا لُؤْلُؤَ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ  
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ  
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ حَلِيمٌ ۝

\* আতীয়-সজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চিতই ওরা জাহান্নামী।

\* ইবরাহীম তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল বলে; অতঃপর যখন এটা তার নিকট স্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শক্ত তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো কোমলহৃদয় ও সহনশীল। -আত তাওবা ৯ : ১১৩-১১৪

ইসলাম ছাড়া অন্যসব ধর্ম ও মতবাদ থেকে এবং ইসলামের দুশ্মনদের থেকে তাবার্রি (বিমুখতা ও সম্পর্কহীনতা) ঈমানের রোকন হওয়ার কারণ  
একমাত্র ইসলামই হক ও সত্য-

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَامُ

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে দীন একমাত্র ইসলামই। -আলে ইমরান ৩ : ১৯

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ إِلْسَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ

\* কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না, এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা আলে ইমরান ৩ : ৮৫

মোটকথা, লা-দ্বীনী (ধর্মহীনতা) যেমন কুফর তেমনি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অস্বেষণ করাও কুফর। হক ও সত্য আকীদাসমূহ গ্রহণ করা আর কুফরী কর্ম ও বিশ্বাস থেকে সম্পর্কহীনতা অবলম্বন করা-এ দুয়ের সমষ্টির দ্বারা ঈমান অস্তিত্ব লাভ করে। ঈমান ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় একত্র হবে কীভাবে? এ তো অজু ভঙ্গের কারণ বিদ্যমান থাকার পরও অজু আছে বলে দাবি করার মতো। এটা যেমন সম্ভব নয়, উটাও সম্ভব নয়।

৮. আস্থা-ভালবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া ঈমান হয় না; বিজ্ঞপ্তি ও অবজ্ঞা অঙ্গীকারের চেয়েও ভয়াবহ কুফর

কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি ঈমান তখনই হতে পারে যখন তার উপর থাকে পূর্ণ আস্থা, অন্তরে তাঁর প্রতি থাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আস্থাহ ও তাঁর রাসূল, তাঁর নায়িলকৃত আসমানী কিতাব, তাঁর বিধান ও শরীয়ত এবং তাঁর দ্বিনের সকল নির্দর্শনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক ঐ আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-শ্রদ্ধারই সম্পর্ক।

যার প্রতি বা যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়েছে তার প্রতি বা ঐ বিষয়ে আস্থা-বিশ্বাস এবং ভক্তি-ভালবাসাই হচ্ছে ঈমানের প্রাণ। চিন্তা-ভাবনা এবং আমল ও আলোচনার দ্বারা একে শক্তিশালী করা এবং গভীর থেকে গভীরতর করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দয়িত্ব।

বিদ্বেষ ও ঈমান একত্র হওয়া অসম্ভব। যার প্রতি ঈমান থাকবে তার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। পক্ষান্তরে যার প্রতি বিদ্বেষ ও শক্রতা থাকবে তার প্রতি ঈমান থাকতে পারে না। অন্তরের বিদ্বেষ সঙ্গেও যদি মুখে ঈমান প্রকাশ করে তবে তা হবে মুনাফিকী।

মুসলমানের ভালবাসা হবে আস্থাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর নেক বান্দাদের প্রতি। আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের ভালবাসা হবে তাদের নিজ নিজ উপাস্য ও নেতাদের প্রতি।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخَلُّ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّا إِذَا يُحْبِبُنَاهُمْ كَحْتِ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا  
لِّلَّهِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ الدِّينِ فَسُوفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّهُنَّهُ أَذْلَلُهُ  
عَلَى النُّؤُمَنِينَ أَعْزَلُهُمْ عَلَى الْكُفَّارِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا يُبَيِّنُ ذَلِكَ  
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتَنِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ۝ إِنَّا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
الَّذِينَ يُقْسِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ  
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُّونَ ۝

তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আস্থাহ ছাড়া অপরকে আস্থাহর সমকক্ষরণে গ্রহণ করে এবং আস্থাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আস্থাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুন্দর। -আল বাকারা ২ : ১৬৫

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দ্বীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন এক সম্প্রদায় আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসেন; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো নিন্দার ভয় করবে না; এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহর প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

\* তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহর, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ, যারা বিনত হয়ে সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়।

\* কেউ আল্লাহর, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হবে। -আল মাইদা ৫ : ৫৪-৫৬

الَّتِيْ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ هُمْ

নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। -আল আহ্যাব ৩৩ : ৬

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُعَوِّذُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّزُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَ  
تُسْبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ①

(হে রাসূল!) আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারীরূপে। যাতে (হে মানুষ) তোমরা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে শক্তি যোগাও, তাঁকে সম্মান কর; আর সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। -আল ফাতহ ৪৮ : ৮-৯

হাদীসে বলা হয়েছে-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে তার স্বত্ত্বান ও পিতা (মাতা)র চেয়ে এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক স্থিয় না হব।  
- সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৪৪; সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৫

অন্য হাদীসে আছে-

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ.

তোমরা কেউ ঐ পর্যন্ত মুমিন হবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় না হই । -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৮০৪৭; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৬৩২

সূরা তাওবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে-

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاحُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افْقَرَتْ فُتُّهَا وَ  
تِجَارَةً تُخْسِنُونَ كَسَادَهَا وَمَسِكَنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ  
فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ⑤

বল, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের স্তান, তোমাদের ভাতা, তোমাদের পঞ্জী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান, যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত । আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না । -আত তাওবা ৯ : ২৪

আল্লাহহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর বিধানসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য যে পর্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তি, বস্তি ও মতবাদের আসঙ্গির উপর প্রাধান্য না পায়, যা আল্লাহহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসা ও আল্লাহর বিধানসমূহের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়, সে পর্যন্ত ব্যক্তিকে ‘মুমিন’ বলা হবে না, ‘ফাসিক’ (কাফির) বলা হবে । আর যে এই কুফরের উপর অবিচল থাকবে সে কখনো হেদায়েত পাবে না ।

মেটকথা, আল্লাহহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দ্বীনের (ইসলামের) প্রতি অনুরাগ-ভালবাসাই হচ্ছে মুমিনের বৈশিষ্ট্য- আর এঁদের প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য ।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِنِّيهِ وَمِنْكُلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَذُولٌ لِّلْكُفَّارِينَ ⑤

যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফিরিশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরীল ও মীকান্দিলের শক্তি সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফিরদের শক্তি । -আল বাকারা ২ : ৯৮

অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ বিরাগবিদ্বেষের চেয়েও হীন ও ভয়াবহ

অদ্রতা ও মানবতার ছিটকেফোটাও যার মধ্যে আছে তার কোনো ব্যক্তি, ধর্ম বা মতবাদের প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও কখনো সে হীনতা ও অশীলতায় নেমে আসতে

পারে না। তুচ্ছ-তাছিল্য, অবজ্ঞা-বিদ্রূপ এবং কটৃক্তি ও গালিগালাজের মতো নীচ কর্মে অবতীর্ণ হতে পারে না। কারণ এটা বিদ্বেষ ও শক্রতা প্রকাশের চরম হীন উপায়। শরাফতের লেশমাত্র আছে এমন কেউ তা অবলম্বন করতে পারে না। যেহেতু ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম তাই দুর্ভিতিকারী ও ভাস্ত মতে বিশ্বাসীই এর শক্র। এদের অতিমাত্রায় উঁগ ও কটুর শ্রেণীটি তাছিল্য, বিদ্রূপ ও অল্পলীল বাক্যের দ্বারা এই শক্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সকল যুগের উঁগ কাফির-মুশৰিকের প্রবণতা এটাই ছিল। এদের যে শ্রেণীটি এ অসভ্যতাকে মুনাফিকীর আবরণে আবৃত রাখার চেষ্টা করেছে তারাও এতে সফল হতে পারেনি।

এদের সাথে মুসলিম জনগণের আচরণ কী হবে এবং রাষ্ট্রপক্ষের আচরণ কী হবে তা আলাদা বিষয়। এখানে যে কথাটি বলতে চাই, তা এতই স্পষ্ট যে, বলারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমরা এমন এক পরিবেশে বাস করি, মনে হয়, এই সুস্পষ্ট কথাটিও অনেকেরই জানা নেই বা উপলব্ধিতে নেই।

তা এই যে, ইসলাম, ইসলামের নবী (কিংবা ইসলামের কোনো নির্দর্শন সম্পর্কে কটৃক্তিকারী, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিংবা তাঁর কোনো বিধানে) অবজ্ঞা ও বিদ্রূপকারী যদি মুসলিমপরিবারের সন্তান হয়, মুখে কালিমা পাঠকারীও হয় তবুও সে কাফির ও মুসলমানের দুশ্মন। শরীয়তের পরিভাষায় এই প্রকারের কাফিরের নাম ‘মুনাফিক’, ‘মূলহিদ’ ও ‘যিনদীক’। এই স্পষ্ট বিধান এখন এজন্যই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সমাজে এমন লোকদের কুফরী কর্মকাণ্ড থেকেও বারাআত (সম্পর্কহীনতা) প্রকাশ নিজের ইমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করা হয় না; বরং এদের সাথেও মুসলমানদের মতো আচরণ করা হয়, এদের প্রশংসা করা হয়, এদেরকে ‘জাতীয় বীরে’ পরিণত করার চেষ্টা করা হয়।

কুরআন মজীদ পাঠ করুন এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকেই শুনুন, ইসলাম, ইসলামের নির্দর্শনের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক কেমন হয় আর কাফির-মুনাফিকের আচরণ কেমন হয়। এরপর ফয়সালা করুন, আপনি কাদের সাথে থাকবেন। কুরআন কারীমে আরো দেখুন, যারা ইসলামের সাথে, ইসলামের নবীর সাথে ও ইসলামের নির্দর্শনসমূহের সাথে বিদ্রূপ করে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা কী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الظَّرِينَ أَتَخْذُوا هُنُّوا وَلَعِبًا مِّنَ الظَّرِينِ إِذْ تُوَالِي كِتْبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ هُنَّ بَيْأَاءٌ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ أَتَخْذُنُوهَا هُنُّوا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝

হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরপে গ্রহণ করে তাদেরকে ও কফিরদেরকে বস্তুরপে গ্রহণ করো না এবং যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।

\* তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তারা ওটাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরপে গ্রহণ করে। এটা এই জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বৌধশক্তি নেই। -আল মাইদা ৫ ৫৭-৫৮

বোৰা গে ।, নামাযের অবজ্ঞাকারী ও নামায থেকে বাধাদানকারী ঐ যুগেও ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিধান, তোমরা কখনো তাদের কথায় কর্পোর করো না; বরং আল্লাহকেই সিজদা করতে থাক এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে থাক ।

كَلَّا لِأُطْهِفُهُ وَاسْجُدْ وَاقْرِبْ<sup>①</sup>

সাবধান! তুমি ওর অনুসরণ করো না, এবং সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও। -আল আলাক ৯৬ : ১৯

আচর্যের বিষয় এই যে, গায়রক্ষাহর সিজদায় এদের কোনো গাত্রাহ নেই আর এতেও কোনো ক্ষেত্র ও যন্ত্রণা নেই যে, এদের অন্তর (যা আল্লাহ তাআলারই মাখলুক) সর্বদা তাদের মিথ্যা উপাস্যদের, যেমন প্রবৃত্তি, কুফরী মতবাদসমূহ ও নিজেদের নেতা ও সর্দারদের) প্রতি সিজদাবন্ত। বিচার বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করলে এদের মনেও গায়রক্ষাহর সিজদায় ঘৃণা ও ক্ষেত্র জাগত এবং তারা তা বর্জন করত। অতপর হৃদয় ও ললাট উভয়ের দ্বারাই নিজের মতো সৃষ্টির পরিবর্তে আপন স্রষ্টার সামনে সিজদাবন্ত হত। বান্দার জন্য তার প্রকৃত মারুদের সামনে সিজদাবন্ত হওয়াই তো পরম সৌভাগ্য।

দুনিয়াতে যে সিজদা থেকে বিমুখ থাকে কিংবা তার অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করে, আধিরাতে শত চেষ্টা করেও সে সিজদার সুযোগ পাবে না।

يَوْمَ يُكَشَّفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِعُونَ ② خَائِشَةً أَبْصَارُهُمْ تَزَهَّفُهُمْ  
ذَلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ③

স্মরণ কর, সেই দিনের কথা যেদিন ‘সাক’ উন্মোচিত করা হবে, সেই দিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

\* তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে অহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে। -আল কলম ৬৮ : ৪২-৪৩

মুনাফিকরা একদিকে কুরআন, ইসলামের নবীর প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করে অন্যদিকে মুসলমানদের থেকে তা গোপন করারও চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করেই দেন।

يَخْذِلُ الْمُنَفِّقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ<sup>\*</sup> قُلْ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ<sup>†</sup> وَلَمَنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ<sup>‡</sup> قُلْ إِنَّ اللَّهَ وَإِنْتَهُ وَرَسُولُهُ كُنْتُمْ تَسْتَهِنُّ<sup>§</sup> وَلَا تَعْنَدُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ<sup>¶</sup> إِنْ تَغْفُ عنْ كَلِيفَةٍ<sup>||</sup> مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَالِيفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ<sup>||</sup>

মুনাফিকরা ভয় করে, তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা না অবতীর্ণ হয়, যা তাদের অস্তরের কথা ব্যক্ত করে দিবে। বল, বিদ্রূপ করতে থাক; তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।

\* এবং তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও কীড়া-কোতুক করছিলাম।’ বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রূপ করছ।

\* তোমরা অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমানের পর কুফরী করেছ। তোমাদের মধ্যে কোনো দলকে ক্ষমা করলেও অন্যদলকে শান্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী। -আত তাওবা ৯ : ৬৪-৬৬

অর্থাৎ অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করে এই অজুহাত দাঁড় করানো যে, আমরা এমনি একটু ঠাট্টা করছিলাম কিংবা আমরা তো শুধু একসাথে বসে ছিলাম, মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

এই আয়াত থেকে আরো জানা গেল, মুনাফিক যদিও ঈমানহীন, কিন্তু ভাষায় বা ভাবে যেহেতু ঈমানের দাবিদার তাই তার কুফরী কথাবার্তা বা কুফরী আচরণ ‘কুফর বা’দাল ঈমান’ (ঈমানের পরে কুফর) তথা ইরতিদাদ হিসেবে গণ্য। তার বিধান হবে মুরতাদের বিধান।

আর এই যে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের কাউকে কাউকে আল্লাহ তাআলা মাফ করেন, এর অর্থ, দুনিয়ার শান্তি স্থগিত করা যে, দেখা যাক কুফর ও ইসলামবিদ্বেষে

কতদূর সে যেতে পারে। আখিরাতের শান্তি থেকে এদের কারোরই মুক্তির কোনো উপায় নেই।

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِتِ وَالْكُفَّارُ نَارٌ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هُنَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ⑤

মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ প্রতিষ্ঠিতি দিয়েছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তাদেরকে লাভন্ত করেছেন আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি। —আত তাওবা ৯ : ৬৮

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ٥

বরং মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোনো সহায় পাবে না। —আন নিসা ৪ : ১৪৫

অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ কেন, এর চেয়েও অনেক কম কষ্টদায়ক বিষয়ও কঠিন আয়াবের কারণ। আর সেটাও বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদেরই।

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذْنُنِي حَيْثُ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ  
لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آتَيْنَا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ⑤  
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لِكُمْ لِيُذْضُوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرِضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ⑥ الْمُ  
يَعْلَمُوْا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَرْقُ الْعَظِيمُ ⑦

এবং তাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, ‘সে তো কান-পাতলা। বল, তার কান তোমাদের জন্য যা মঙ্গল তা-ই শোনে। তিনি আল্লাহর প্রতি ইমান আনেন এবং মুমিনদেরকে বিশ্বাস করেন; তোমাদের মধ্যে যারা মুমিন তিনি তাদের জন্য রহমত এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য আছে মর্মস্তুদ শান্তি।

\* তারা তোমাদেরকে সম্মুক্ত করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই অধিক হকদার যে, ওরা তাদেরকেই সম্মুক্ত করে যদি ওরা মুমিন হয়।

\* ওরা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য তো আছে জাহানামের অগ্নি, যে স্থানে সে স্থায়ী হবে। সেটাই চরম লাঞ্ছন।  
-আত তাওবা ৯ : ৬১-৬৩

**মুনাফিকদের কাছে আল্লাহর দীন, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আহকাম অতি অপচন্দনীয়**

الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَ رِغَافًا وَ أَجَدُرُ الَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ<sup>①</sup> وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَخَذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرِمًا وَ يَتَبَصُّ بِكُمُ الدَّوَارِ عَلَيْهِمْ دَأِيرَةٌ السَّوْءَ وَ اللَّهُ سَوْيْغٌ عَلَيْهِمْ<sup>②</sup> وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِإِلَهٍ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَتَخَذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ صَلَوَتِ الرَّسُولِ<sup>③</sup> الَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيِّدُ خَلْقِهِمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>④</sup>

কুফরী ও কপটতায় মরুবাসীগণ কঠোরতর; এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

\* মরুবাসীদের কেউ কেউ, যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তা অর্থদণ্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদের হোক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ ও পরিকালের প্রতি ইমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দুআ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই ওটা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়; আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। নিচ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -আত তাওবা ৯ : ৯৭-৯৯

নামাযও তাদের কাছে অপচন্দনীয়। এরপরও মুনাফিকী গোপন রাখার জন্য কখনো কখনো লোকদেখানো নামা পড়ে।

مَنْ يَبْدِئْ بِيَنَ بَيْنِ ذِلْكَ لَا إِنْ هُؤُلَاءِ وَ لَا إِنْ هُؤُلَاءِ<sup>⑤</sup> وَ مِنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَيِّلًا<sup>⑥</sup>

দোটানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কখনো কোনো পথ পাবে না। -আন নিসা ৮ : ১৪৩

আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত অপছন্দ করা কুফরী। যে এই কুফরীতে লিখ ব্যক্তিদের কিছুমাত্র সমর্থন করবে সে মুরতাদ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَمْصُرُوا اللَّهُ يَنْصُرُكُمْ وَيُتَبِّعُ أَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَغْسِلُهُمْ وَأَضْلَلُ أَغْيَالَهُمْ ۝

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন। \* যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। -মুহাম্মাদ ৪৭ : ৭-৮

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۚ وَأَمْلَأَ لَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سُنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْ سَرَّ أَرْهُمْ ۝ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ النَّبِيُّكُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَخْبِطْ أَغْيَالَهُمْ ۝

যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেখায়।

\* এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবরীর্ণ করেন, তা যারা অপছন্দ করে। তাদেরকে ওরা বলে, ‘আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব’। আল্লাহ ওদের গোপন অভিসঞ্চি সম্পর্কে অবগত আছেন। \* ফিরিশতারা যখন ওদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন ওদের দশা কেমন হবে!

\* এটা এজন্য যে, ওরা তার অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সম্মতি অন্ধিয় গণ্য করে। তাই তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন। -সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২৫-২৮

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এটুকু বেয়াদবীও আল্লাহ তাআলা বরদাশত করেন না যে, কথা বলার সময় কেউ তাঁর স্বরের চেয়ে স্বর উঁচু করবে। ইরশাদ হয়েছে যে, শুধু এই অশিষ্ট আচরণের কারণে সকল আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقْوِا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَيِّئُ عَلَيْهِمْ<sup>①</sup>  
 يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَنْجِهِرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ  
 بَعْضُكُمْ لِيَعْنُفَ أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ<sup>②</sup> إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُبُونَ أَصْوَاتَهُمْ  
 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُوَّبُهُمْ لِتَنْقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ<sup>③</sup>

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোনো বিষয়ে অঞ্চলী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

\* হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কর্তৃস্বরের উপর নিজেদের কর্তৃস্বর উঁচু করো না। এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্থরে কথা বল তাঁর সাথে সেই রূপ উচ্চস্থরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিষ্পত্তি হয়ে যাবে তোমাদের অঙ্গাতসারে।

\* যারা আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে নিজেদের কর্তৃস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরীক্ষা করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরক্ষার। -আল হজুরাত ৪৯ : ১-৩

মোটকথা, ইসলাম, ইসলামের নবী ও ইসলামের নির্দশন ও ইসলামের বিধানসমূহের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ঈমানের অপরিহার্য অংশ, যা ছাড়া ঈমান কল্পনাও করা যায় না। আর এইসব বিষয়কে অবজ্ঞা, বিদ্রূপ করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, এমনকি অপ্রীতিকর মনে করাও কুফরী ও মুনাফিকী। এই মানসিকতা পোষণকারীদের ঈমান-ইসলামের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

#### ৯. ঈমান একটি একক, এতে বিভাজনের অবকাশ নেই

এটি ঈমান সংক্রান্ত এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা পুরোপুরি স্পষ্ট ও স্বীকৃত হওয়ার পরও অনেককে উদাসীনতা প্রদর্শন করতে দেখা যায়। ঈমান সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাসকে সত্য মনে করা এবং কবুল করা অপরিহার্য। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করা বা কোনো একটির উপর আপত্তি তোলাও ঈমান বরবাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমন অযু হওয়ার জন্য অযুর সবগুলো ফরয পালন করা জরুরি, কিন্তু তা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য অযুভঙ্গের সবগুলো কারণ উপস্থিত হওয়া জরুরি নয়। যে কোনো একটি কারণ দ্বারাই অযু ভেঙ্গে যায়। অদ্রূপ ঈমান তখনই অস্তিত্ব লাভ করে যখন ইসলামের সকল অকাট্য বিধান ও বিশ্বাস মন থেকে কবুল করা হয়। পক্ষান্তরে এসবের কোনো একটিকেও অস্বীকার করার দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

ଆର ଅବଜ୍ଞା ଓ ବିଦ୍ରୂପ ତୋ ଏତଇ ଭୟାବହ ଯେ, ତା ଶରୀରୀ ଦଲୀଳେ ପ୍ରମାଣିତ ଛୋଟ କୋନୋ ବିଷୟେ ପ୍ରକାଶିତ ହଲେଓ ସାଥେ ଏବଂ ଯାହା କିମ୍ବା ଉପର କୁଫରର ବିଧାନ ଆରୋପିତ ହବେ ।

ଆକାଇନ୍ ଓ ଆହକାମେର ବିଦ୍ରୂପ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରିକାର ତୋ ଏଜନ୍ୟାଇ କୁଫର ଯେ, ତା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାସୂଲେର ଆନୁଗତ୍ୟ ବର୍ଜନ ଏବଂ ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଉନ୍ନତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ । ସୁତରାଂ ଗୋଟା ଇସଲାମକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର ବା ବିଦ୍ରୂପ କରା ଆର ଇସଲାମେର କୋନୋ ଏକଟି ବିଷୟକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର ବା ବିଦ୍ରୂପ କରା ଏକଇ କଥା! ଉତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଥା ବାସ୍ତବ ଯେ, ଐ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାସୂଲକେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେଛେ ଏବଂ ଉନ୍ନତ୍ୟ ଓ ବିରଳତା ପ୍ରକାଶ କରେଛେ । ଇବଣୀସ ତୋ କଫିର ମରଦୂଦ ହେଁଛି ଏକଟି ହକ୍କମେର ଉପର ଆପଣି କରେଇ । ବିଷୟଟି ଏମନିତେଓ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଏରପରଓ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା କୁରାନ ହାକୀମେ ଏକାଧିକ ଜାଯଗାୟ ତା ସୁମ୍ପଟ୍ଟଭାବେ ଘୋଷଣା କରେଛେ-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِيَعْنِيْضِ الْكِتَبِ وَتَكَفَّرُوْنَ بِيَعْنِيْضِ ۝ فَهَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خَرَّئِيْنَ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرِدُّوْنَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ۝ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

ତବେ କି ତୋମରା କିତାବେର କିଛୁ ଅଂଶେ ବିଶ୍වାସ କର ଆର କିଛୁ ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର? ସୁତରାଂ ତୋମାଦେର ଯାରା ଏରକମ କରେ, ତାଦେର ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନେ ହିନନ୍ତା ଏବଂ କ୍ୟୋମତେର ଦିନ ତାରା କାଠିନ ଶାନ୍ତିର ଦିକେ ନିଷ୍କିଣ୍ଡ ହବେ, ତାଦେର କର୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲ୍ଲାହ ବେଖବର ନନ । -ଆଲ ବାକାରା ୨ : ୮୫

ଆରୋ ଇରଶାଦ ହେଁଛେ-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَبِرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوْنَ نَوْمٌ  
بِيَعْنِيْضِ وَتَكُفُّرُ بِيَعْنِيْضِ ۝ وَبِرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَخَذُوْا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا ۝ اُولِيَّكَ هُمُ الْكُفَّارُوْنَ حَقًّا ۝  
وَاعْتَدَنَا لِلْكُفَّارِيْنَ عَذَابًا مُهِمَّيْنًا ۝ وَالَّذِيْنَ اَمْنَوْا بِاَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ  
اُولِيَّكَ سُوْفَ يُؤْتَيْهُمْ اُجُورَهُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାସୂଲଗଣକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତା'ର ରାସୂଲଗଣେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥିକ୍ୟ କରତେ ଚାଯ ଏବଂ ବଲେ, ଆମରା କତକ (ରାସୂଲ)-ଏର ପ୍ରତି ତୋ ଇୟାନ ରାସୀ ଏବଂ କତକକେ ଅସ୍ତ୍ରିକାର କରି । ଆର (ଏଭାବେ) ତାରା (କୁଫର ଓ ଇୟାନେର ମାବେ) ମାବାମାବି ଏକଟି ପଥ ଗ୍ରହଣ କରତେ ଚାଯ ।

\* এরপ লোকই সত্যিকারের কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

\* যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাদের কারও মধ্যে কোনোও পার্থক্য করবে না, আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল দান করবেন। আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা নিসা ৪ : ১৫০-১৫২

যারা শরীয়তের শুধু ‘শান্তি’র বিধান গ্রহণ করেন আর জিহাদের বিধানকে সন্ত্রাস বা উচ্চবাদিতা বলেন; উপদেশের কথাগুলো গ্রহণ করেন আর হৃদ-তায়ীর ও কিসাসের বিধান বর্জনীয় মনে করেন; ইবাদতের বিষয়গুলো গ্রহণ করেন। আর লেনদেন ও হালাল-হারামের বিধান মানতে অসম্মত থাকেন; ব্যক্তিগত জীবনের বিধিবিধান গ্রহণ করেন, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিচালনার বিধি-বিধান (প্রশাসন, নির্বাহী ও বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট) সম্পর্কে বিরূপ থাকেন; অথবা ইবাদত ও লেনদেনের বিধান মানেন, কিন্তু বেশ-ভূতা, আনন্দ-বিষাদ, পর্ব-উৎসব ও জীবন যাপনের আদব কায়েদার ইসলামী নির্দেশ ও নির্দেশনার প্রতি বিরূপ থাকেন বা মানাকে জরুরি মনে করেন না এরা সবাই ইসলামের কিছু অংশের অঙ্গীকার বা কিছু অংশের উপর বিরুদ্ধপ্রশ্নের কারণে নিজের ঈমান হারিয়ে বসেছেন। তাদের ঈমান মৃত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর নয়; নিজ পছন্দ-অপছন্দের উপর কিংবা নেতা ও গুরুর পছন্দ-অপছন্দের উপর। নতুবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান তো এইটাও এবং ঐটাও। এরপরও এই দ্বিমুখিতা কেন? আল্লাহর আদেশ তো এই-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَمِ كَافَةً وَ لَا تَرْتَبِعُوا خُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ  
مُّبِينٌ

হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি। -আল বাকারা ২ : ২০৮

ভালোভাবে বুঝে নিন, শরীয়তের বিধি বিধানকে হক ও অবশ্যপালনীয় বলে স্বীকার করার পর পালনে জুটি হলে তা গুনাহ, কুফর নয়। কারণ এই ব্যক্তি নিজেকে অপরাধী মনে করে। পক্ষান্তরে বিধানের উপর বিরুদ্ধপ্রশ্ন বা প্রতিবাদের অর্থ সরাসরি আনুগত্য ত্যাগ, যা সাধারণ অপরাধ নয়, বিদ্রোহ। এটা মানুষকে দুনিয়ার বিধানে ‘মুবাহিদ দম’ (হত্যাযোগ্য) আর আবিরাতের বিধানে চিরজাহান্নামী সাব্যস্ত করে।

১০. ইমানী আকাইদ ও আহকাম স্পষ্টভাবে ঘোষিত ও গোটা উম্মাহর ধারা প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত, এতে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা অস্থীকারেরই এক প্রকার

ইমানী আকাইদ ও আহকাম অস্থীকার করা, অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করা এবং বিরুদ্ধ প্রশ্নের লক্ষ্যবস্তু বানানো যেমন কুফর তেমনি এগুলোর কোনো একটিরও এমন কোনো ‘ব্যাখ্যা’ করাও সরাসরি কুফর, যার ধারা তার প্রতিষ্ঠিত অর্থই বদলে যায়। কোনো কিছুর অপব্যাখ্যা ও অর্থের বিকৃতি হচ্ছে ঐ বিষয়টি অস্থীকারের ভয়াবহতম প্রকার। ইমানের বিষয়গুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থেই ইমান আনতে হবে। নিজের পক্ষ হতে সেগুলোর কোনো অর্থ নির্ধারণ করে, কিংবা কোনো বেদীনের নবউত্তোলিত অর্থ গ্রহণ করে ইমানের দাবি করা সম্পূর্ণ অর্থহীন ও সুস্পষ্ট মুনাফেকী।

‘ব্যাখ্যা’ তো ঐখানে হয় যেখানে ভাষার বাকরীতি ও মর্মোদ্ধারের নীতিমালা অনুযায়ী একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু যেখানে কোনো বিধান বা বিশ্বাসের অর্থ ও মর্ম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অসংখ্য মুমিনের সুসংহত সূত্রে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে আসে এবং যাতে প্রতি যুগে মুসলিম উম্মাহর ইজমা ও ঐকমত্য বিদ্যমান থাকে সেখানে ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে কীভাবে? সেখানে তো ঐ অর্থই নিশ্চিত ও নির্ধারিত। ওখানে ভিন্ন ‘ব্যাখ্যার’ অর্থ ঐ অকাট্য ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে অস্থীকার করা।

যেমন কেউ বলল, ‘নামায সত্য, কিন্তু তা পাঁচ ওয়াক্ত নয়, দুই ওয়াক্ত।’ কিংবা বলল, ‘নামায সত্য, কিন্তু আসল নামায তা নয়, যা মুসল্লিগণ মসজিদে আদায় করেন, আসল নামায তো মনের নামায। যে তা আদায় করতে পারে তার দেহের নামাযের প্রয়োজন নেই।’ (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, ‘শরীয়ত সত্য, কিন্তু তা আম বা সাধারণ মানুষের জন্য, খাস বা বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য আছে আলাদা শরীয়ত।’ (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, ‘শরীয়ত তো প্রাচীন যুগের ব্যাপার, আজকের উন্নতির যুগে এর সংক্ষার প্রয়োজন।’ (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা বলল, “শরীয়ত মানা একটি ঐচ্ছিক ব্যাপার। মানলে ভালো, না মানলেও দোষ নেই।” (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মতো বলল, ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও খাতামুন্নাবিয়ীন। তবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও নবী, তিনি জিল্লী বা বুরঙ্গী নবী। এর ধারা খতমে নবুওতের আকীদায় কোনো ধাক্কা লাগে না।’ (নাউযুবিল্লাহ)

ইমান সবার আগে

> ৩৩ <

তো এইসব কুফরী ‘ব্যাখ্যা’ এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য ‘ব্যাখ্যা’, যার আবরণে বেঙ্গল-মুলহিদ চক্র ‘জরুরিয়াতে দীন’ (দীনের সর্বজনবিদিত বিষয়) ও ‘কাওয়াতিউল ইসলাম’ (ইসলামের অকাট্য বিষয়াদি)-এর অশ্বীকার করে এবং সেই কুফরীকে ঢেকে রাখার অপচেষ্টা করে, এর দ্বারা তো তাদের কুফরী আরো ভয়াবহ হয়ে যায়। ‘অশ্বীকারে’র সাথে ‘অপব্যাখ্যা’ যুক্ত করে নিজেদেরকে সাধারণ কাফিরের চেয়েও মারাত্মক প্রকারের কাফির- মুলহিদ, যিনদীক ও মুনাফিকের সারিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

আল্লাহ তাআলার এই হাঁশিয়ারি এদের সকলের মনে রাখা উচিৎ-

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْأَيَّالِ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا إِنَّمَنِ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنِ يَأْتِي إِلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>১০</sup>

যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। শ্রেষ্ঠ কে-যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিষ্কিঞ্চ হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। -হা-মীম আসসাজদা ৪১ : ৪০

দ্বিনকে অপব্যাখ্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা ‘সাবীলুল মুমিনীন’কে মানদণ্ড বানিয়েছেন। এবং ‘সাবীলুল মুমিনীন’ (মুমিনের সর্বসম্মত পথ) থেকে বিচুতিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের বিরুদ্ধতার মতো জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে কোনো ইসলামী আকীদা বা হৃকুমের (বিশ্বাস বা বিধানের) এমন সকল ‘ব্যাখ্যা’র গন্তব্য জাহান্নাম, যা উম্মাহর সর্বসম্মত ‘ব্যাখ্যার’ বিরোধী।

وَ مَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ يَغْرِيْ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَبَيَّغُ غَيْرَ سَبِيلِ السُّؤْمِينَ تُؤْلِهِ مَا تَوْلِي وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا<sup>11</sup>

\* কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাস্লের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকেই সে ফিরে যায়, সে দিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে দন্ত করব, আর তা কত মন্দ আবাস! -আন নিসা ৪ : ১১৫

আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুনাফিকদের কাছে আল্লাহ তাআলার এই মানদণ্ড পছন্দনীয় নয়। তারা ঈমানের দাবি করে, কিন্তু

মুমিনদের মতো ইমান আনে না, নিজেদের মনমতো ইমান আনে। এরা মুমিনদের মনে করে বুদ্ধিহীন। আজও আমরা একই প্রবণতা লক্ষ করছি-

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ  
وَلَكُنَّ لَا يَعْلَمُونَ ④ وَإِذَا لَقُوا أَذْيَانَنَا أَمْنُوا قَالُوا أَمْنَىٰ ۝ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيْطَنِنَاهُمْ ۝ قَالُوا إِنَّا  
مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ⑤ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑥  
أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا زَرُبَحُتْ تِجَارُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ⑦

যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ইমান এনেছে তোমাও তাদের মত ইমান আনয়ন কর, তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ইমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ইমান আনব? জেনে রাখ, এরাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না।

\* যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আর যখন নিঃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি। আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।

\* আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভাসের মতো ঘুরে বেড়ানোর অবকাশ দেন।

\* এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে ভাস্তি ক্রয় করে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। -সূরা আল বাকারা ২ : ১৩-১৬

সুতরাং হেদায়াত এদের কাছে পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে তাদেরই কাছে যাদেরকে এরা ‘বুদ্ধিহীন’ বলে।

১১. দিল ও যবানের একাত্তরা ইমান। এতে নেফাকের কোনো হান নেই  
إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَسْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِٰ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُٰ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ  
الْمُنْفِقِينَ لَكُنْدِبُونَ ۝ إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَاحًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِٰ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ⑦

যখন মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তারা বলে, ‘আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল’। আল্লাহর জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই যিথ্যাবাদী।

\* ওরা ওদের শপথগুলিকে ঢালুকরপে ব্যবহার করে এবং ওরা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। ওরা যা করছে তা কত মন্দ! -সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩: ১-২

সামনে ইরশাদ হয়েছে-

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنِفِّقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَإِلَهُكُمْ حَرَّاسُ السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَلِكُنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ⑥ يَقُولُونَ لَمْ نَرْجُنَا إِلَيَّ الْمُدْنِيَّةَ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزَمَ  
مِنْهَا الْأَدَلَّ وَإِلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِكُنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

ওরাই বলে, ‘তোমরা আল্লাহর রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করো না, যাতে ওরা সরে পড়ে’। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না।

\* ওরা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে যারা মর্যাদাবান তারা হীনদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু মর্যাদা তো আল্লাহরই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের। তবে মুনাফিকরা তা জানে না। -সূরা আল মুনাফিকুন ৬৩ : ৭-৮

## ১২. ঈমান একটি স্থায়ী অঙ্গিকার, ‘ইরতিদাদ’ সাধারণ কুফরের চেয়েও ড্যাবৎ কুফর

ঈমান আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার এক স্থায়ী অঙ্গিকারের নাম; যার কোনো মেয়াদ নেই। যখনই ঈমানের সম্পদ পাওয়া গেল তখন থেকেই এর পুষ্টি ও বর্ধন, শক্তি ও সংস্কারে মগ্ন থাকা জরুরি। সবসময় সতর্ক থাকা চাই, এমন কোনো কথা বা কাজ যেন প্রকাশিত না হয়, যা ঈমান নষ্ট করে। আর আল্লাহর দরবারে তাঁর শেখানো দুআ করতে থাকা চাই-

رَبَّنَا لَا تُرِّعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اذْهَبْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ⑧

হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অস্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করো না এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। -সূরা আলে ইমরান ৩ : ৮

আল্লাহর কাছে এই বান্দার ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যে ঈমানের উপর অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে ঈমান থেকে সরে যায় সে তো দুই বিদ্রোহে লিঙ্গ-কুফরের বিদ্রোহ ও ইরতিদাদের বিদ্রোহ।

অবিচল মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে খোশখবরি-

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ  
الْجَنَّةِ حُلِيدِيُّنَ فِيهَا جَزَاءٌ أَعْظَمُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

\* যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ’ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

\* তারাই জাল্লাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যা করত তার পুরক্ষার স্বরূপ। -আল আহকাফ ৪৬ : ১৩-১৪

অন্য আয়াতে আছে-

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ تُمَّ اسْتَقَامُوا تَسْتَرَّ عَلَيْهِمُ السَّلِيلُكَةُ الَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ  
أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٧﴾ نَحْنُ أُولَئِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ  
فِيهَا مَا شَهَيْنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا أَنْدَعْنَاهُ ﴿٨﴾ نُزُلًا مِنْ عَنْوَرَ رَّحِيمٍ

যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবর্তীর্ণ হয়, ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ে না, চিন্তিতও হয়ে না এবং তোমাদেরকে যে জাল্লাতের প্রতিশ্রূতি দেওয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

\* ‘আমরাই তোমাদের বক্তু দুনিয়ার জীবনে ও আধিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর।

\* এটা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। -সূরা হামীম আসসাজদা ৪১ : ৩০-৩২

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের উপর কায়েম থাকে না; বরং পক্ষাদপসরণ করে কিংবা বারবার এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করে এদের কাছে দ্বীন এক ঝীড়ার বস্ত! ইরতিদাদ (সত্য ধর্ম থেকে পিছু হটা) মূলত মুনাফিকদের কাজ। এর দ্বারা তারা দুর্বল ঈমানদারদের সংশয়গ্রস্ত করতে চায়। কুরআন মাজীদে তাদের এই অপকোশলের বিবরণ আছে। (দেখুন : সূরা আলে ইমরান ৩ : ৭২-৭৩)

যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা, কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরক্ষতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ঐ দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা

নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য ধীনের প্রতি বিরুদ্ধতার পাশাপাশি ‘ইফসাদ ফিল আরদ’ (ভৃগ্নে দুর্ভ্য)ও বটে। বিশেষত মুরতাদ (সত্য ধীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটৃক্ষি এবং অবজ্ঞা বিদ্রূপে লিঙ্গ হয়। এ তো সরাসরি ‘মুহারিব’ (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও ‘মুফসিদ ফিল আরদ’ (ভৃগ্নে দুর্ভ্যকারী)।

মুরতাদ সম্পর্কে কুরআন কারীমের আসমানী ছঁশিয়ারি পাঠ করুন-

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنْ اللَّهُ لِيغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَغْفِرُ لَهُمْ سَبِيلًا ۝ بَشِّرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكُفَّارِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ إِيَّاَنَعْنَوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ تِبْعَدُ جَمِيعًا ۝

যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে, অতঃপর তাদের কুফরীর প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোনো পথে পরিচালিত করবেন না।

\* মুনাফিকদেরকে শুভসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য মর্মন্তদ শাস্তি রয়েছে!

\* মুমিনগণের পরিবর্তে যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি ওদের নিকট ইয্যত চায়? সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহরই। -আন নিসা ৪ : ১৩৭-১৩৯

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيمِيْنَ ۝ أُولَئِكَ جَزَّآءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالسَّيِّكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۝ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۝ لَا يُخْفَى عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ تَائِبُوا مِنْ بَعْدِ ذِلِّكَ وَأَصْلَحُوْا ۝ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

আল্লাহ কিরণে সৎপথে পরিচালিত করবেন সেই সম্প্রদায়কে, যারা ঈমান আনার পর ও রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেওয়ার পর এবং তাদের নিকট সুস্পষ্ট নির্দেশন আসার পর কুফরী করে? আল্লাহ জালিয় সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না,

\* এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহর, ফিরিশতাগণের এবং মানুষসকলের শান্ত,

\* তারা তাতে স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লম্বু করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না;

\* তবে এর পর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতিরেকে। নিচয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।—সূরা আলে ইমরান ৩:৮৬-৮৯

কিন্তু যারা সারা জীবন কুফরের উপর থাকে আর মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা করে তাদের তওবা কবুল হয় না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفَّارَ اللَّهِ تُقْبِلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ⑥

ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে এবং যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না। এরাই পথভৃষ্ট। —সূরা আলে ইমরান ৩ : ৯০

আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تَبَّعْتُ الشَّنَوْنَ وَلَا أَلَّذِينَ يَمْوُلُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ⑭

তওবা কবুলের বিষয়টি তাদের জন্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে। পরিশেষে তাদের কারও যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে, তখন বলে, এখন আমি তওবা করলাম এবং তাদের জন্যও নয়, যারা কুফর অবস্থায়ই মারা যায়। এরপে লোকদের জন্য তো আমি যজ্ঞাদায়ক শান্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। —সূরা নিসা (৪) : ১৮

আর এই প্রশ্ন যে, দুনিয়াতে মুরতাদের শান্তি কী, এর জবাব তো সুস্পষ্টই। মুরতাদ যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুক্ত ঘোষণাকারী ও ভূপৃষ্ঠে অনাচার বিস্তারকারী এজন্য তার শান্তি মৃত্যুদণ্ড, যা কার্যকর করা সরকারের উপর ফরয।

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَاتَلُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلَافٍ أَوْ يُنْفَقَوْ مِنَ الْأَرْضِ ذُلْكَ لَهُمْ خُزُّنٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায় এটাই তাদের শান্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ওলে চড়ানো

হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়াতে এটাই তাদের লাঙ্গুনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

\* তবে, তোমাদের আয়তাধীনে আসার পূর্বে যারা তওবা করবে তাদের জন্য নয়। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা আল মাইদা ৫ : ৩৩-৩৪

আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

অর্থাৎ, যে তার ধর্ম (ইসলাম) পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। -সহীহ বুখারী,  
হাদীস : ৬৯২২

অন্য হাদীসে আছে, একবার মুআয় রা. আবু মৃসা আশআরী রা.-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলেন, (তাঁরা উভয়ে ঐ সময় ইয়ামানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে দায়িত্বশীল হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন) মুআয় রা. দেখলেন, এক লোককে তার কাছে বেঁধে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? আবু মৃসা আশআরী রা. বললেন, এ লোক ইহুদী ছিল, ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আবার ইহুদী হয়ে গেছে। আপনি বসুন। মুআয় রা. বললেন, একে হত্যা করার আগ পর্যন্ত আমি বসব না। এটিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফয়সালা। তিনি একথা তিনবার বললেন। সেমতে ঐ মুরতাদকে হত্যা করা হল। -সহীহ বুখারী,  
হাদীস : ৬৯২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৭৩৩

বিশেষত যে নাস্তিক বা মুরতাদ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুভাবে করে কিংবা ইসলামের নির্দর্শনের অবমাননা করে সে তো সরাসরি ‘মুফসিদ ফিল আরদ’ (ভৃপ্তে দুর্ভিকারী)। এ ব্যক্তি রাসূল অবমাননাকারী হিসেবেও “ওয়াজিবুল কতু” (অপরিহার্যভাবে হত্যাযোগ্য) এবং দুর্ভিকারী হিসেবেও।

একারণে প্রত্যেক মুসলিম জনপদের দায়িত্বশীলদের উপর ফরয, উপরোক্ত দণ্ড কার্যকর করে নিজেদের ঈমানের পরিচয় দেওয়া। যেখানে এ আইন নেই তাদের কর্তব্য, অবিলম্বে এই আইন প্রগত্যন করে তা কার্যকর করা, যদি তারা আবিরাতের কল্যাণ চান।

তারা যদি এই সংসাহস করেন তবে তা তাদের ‘মসনদে’র জন্যও উত্তম। নতুনা মনে রাখতে হবে, যাদের নারাজির ভয়ে তারা এইসব দণ্ড কার্যকর করা থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করছেন তারা না তাদের মসনদ রক্ষা করতে পারবেন, না আবিরাতের কঠিন পাকড়াও থেকে মুক্ত করতে পারবেন, আর নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়া তো অনিবার্য-ই।

### ১৩. ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন তাওহীদ, শিরক মিশ্রিত ঈমান আল্লাহর কাছে ঈমানই নয়

ঈমানের সর্বপ্রথম রোকন হচ্ছে ‘ঈমান বিল্লাহ’ (আল্লাহর উপর ঈমান)। আর ঈমান বিল্লাহর প্রথম কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব স্বীকার করা, একমাত্র তাঁকেই ‘রব’ ও সত্য মাঝে বলে মানা, রূবুবিয়্যত ও উলুহিয়তের বিষয়ে তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা। একমাত্র আলিমুল গাইব, হাজির-নাজির, মুখতারে কুল (সব বিষয়ে নিরক্ষুশ ক্ষমতার অধিকারী), মুশকিল কুশা (সংকট মোচনকারী) বিপদাপদে তাঁকেই আশকারী মনে করবে। তাঁর বিশেষ হক ও একান্ত বৈশিষ্ট্যসমূহে কাউকে শরীক করবে না। সাধারণ কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণের উর্দ্ধের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে সাহায্য প্রার্যনা করবে না। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে, জীবন-মৃত্যু, উপকার-অপকার, সুস্থিতা ও নিরাপত্তা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনিই তা দান করেন। রিযিকদাতা একমাত্র তিনি। গোটা জগতের এক, অদ্বিতীয় স্তুষ্টা ও নিয়ন্ত্রকও তিনিই। শীঘ্রত দান ও হালাল-হারাম নির্ধারণ তাঁরই অধিকার। এতে কাউকে শরীক করবে না-না কোনো ইজম বা মতবাদকে, না কোনো নেতা বা দলকে, না রাষ্ট্র বা সম্প্রদায়কে। মোটকথা, তাওহীদকে পূর্ণরূপে ধারণ করা ও শিরক থেকে পুরাপুরি বেঁচে থাকা ঈমানের সবচেয়ে বড় রোকন। আল্লাহ তাআলার কাছে মুশরিকের ঈমান ঈমানই নয়। মুশরিককে তিনি কখনো মাফ করেন না।

মুশরিকের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার অভিযোগ তো এটাই যে, সে ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ① إِنَّمَا يُؤْمِنُوا أَنْ تَأْتِيهِمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ إِنَّ  
تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ② قُلْ هُنَّ ذِيَّةٌ سَبِيلٌ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ  
مِنْ أَتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنِ الْمُشْرِكِينَ ③

\* তাদের অধিকাংশ আল্লাহয় বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে।

\* তবে কি তারা আল্লাহর সর্বয়াসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে নিরাপদ?

\* বল, ‘এটাই আমার পথ : আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্�বান করি সজ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আমি তাদের অস্তর্ভুক্ত নই।’ –সূরা ইউসুফ (১২) : ১০৬-১০৮

আল্লাহ তাআলার দাবি সবসময় এটাই যে, ‘আল্লাহর প্রতি ইমান যেন’ খাঁটি তাওহীদের সাথে হয় এবং সব ধরনের শিরকের মিশ্রণ থেকে পাক সাফ হয়। কিছু আয়াত দেখুন :

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُلَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ۚ وَأُمِرْتُ لَا نَأْكُونَ كَوْلَ الْمُسْلِمِينَ ۗ

\* বল, ‘আমি তো আদিষ্ট হয়েছি, আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ‘ইবাদত করার;

\* আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন আত্মসমর্পকারীদের অগ্রণী হই।’ –সূরা আয়যুমার (৩৯) : ১১-১২

أَمْ أَتَخْدُلُوا لِهَمَّةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسَبَّحُنَّ  
النَّوَرَّاتِ الْعَرْشَ عَمَّا يَصْفُونَ ۚ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ۖ هُمْ يُسْئَلُونَ ۚ أَمْ أَتَخْدُلُوا مِنْ دُونِهِ  
اللَّهُمَّ قُلْ هَاتُوا بُزْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مَّنْ مَعَى وَذِكْرٌ مَّنْ قَبْلِي ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
الْحَقَّ فَهُمْ مُغْرِضُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا  
فَاعْبُدُونِ ۗ

\* তারা মৃত্তিকা থেকে তৈরি যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?

\* যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা থেকে ‘আরশের অধিপতি আল্লাহ পরিত্র, মহান।’

\* তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

\* তারা কি তাঁকে ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? বল, ‘তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই, আমার সাথে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য।’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

\* আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই ওহী ছাড়া যে, ‘আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ‘ইবাদত কর।’ –আল আবিয়া (২১) : ২১-২৫

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَا يُنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ الْحِكْمَةُ ۖ وَمَنْ يُؤْتَ الْرَّكُوَةَ وَذُلِّكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالسُّنْنِرِ كُلُّنَّ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ أُولُوكُهُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ

\* যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

\* তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ‘ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এ-ই সঠিক দ্বীন।

\* কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশারিকরা জাহান্নামের আগনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম। –সূরা আলবায়িনাহ (৯৮) : ৪-৬

إِنَّهُمْ أَخْبَارٌ هُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَى مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑦ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفَئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّمَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهُ الْكُفَّارُ ⑧ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ⑨

\* তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পশ্চিমাঞ্চলকে ও সংসার-বিরাগীগণকে তাদের প্রভূরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারহিয়াম-তনয় মসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহের ‘ইবাদত করার জন্য’ই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র!

\* তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উত্তাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না।

\* মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অন্য সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসূল পাঠিয়েছেন। -আত তাওবা (৯) : ৩১-৩৩

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হারাম। এর দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়। তা সে পাথর বা মূর্তিকে শরীক করুক কিংবা জিন ও শয়তানকে করুক; অথবা ফেরেশতাদেরকে করুক, কিংবা কোনো নবী ও রাসূলকে শরীক করুক, যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা পাঠিয়েছেন তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জনের পয়গাম দিয়ে। কিংবা এমন কোনো আলিম ও বুয়ুর্গকে শরীক করুক, যিনি জীবনভর মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, কিংবা এমন কোনো নেতা ও গুরুকে শরীক করুক, যে কথা ও কাজের দ্বারা মানুষকে তাওহীদ থেকে নিষ্ক্রিয় রেখেছে। সর্বাবস্থায় শিরক শিরকই বটে আর এতে লিঙ্গ ব্যক্তি আল্লাহর দুশ্মন ও বিদ্রোহী কাফির ও মুশরিক।

কুরআন হাকীমে সব প্রকারের শিরক প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং সকল শ্রেণীর মুশরিককে জাহানামের হাঁশিয়ারি শোনানো হয়েছে।

**أَنْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِيَقْنَعَ أَدَمَ أَنَّ لَا تَغْبُدُوا الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَّابٌ مُّبِينٌ ۝ وَ أَنِ اعْبُدُونِي ۝  
هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ①**

হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্র?

\* আর আমারই ইবাদত কর, এটাই সরল পথ। -ইয়াসীন (৩৬) : ৬০-৬১

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِنِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكُنْ  
أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ ۝ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّهِ  
حَنِيفًا ۝ وَ لَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَ لَا تَنْلُعْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْقُعُكَ ۝ وَ لَا يَضُرُكَ ۝ قَالَ  
فَعَلْتُ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَ إِنَّ يَسَّاسَكَ اللَّهُ بِإِيمَانِهِ ۝ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۝ وَ إِنْ يُرِدْكَ  
بِخَيْرٍ فَلَا رَأْدَلْفَضِيلَهُ ۝ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বিনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জেনে রাখ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না। পরম্পরা আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং আমি মুমিনদের অস্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

(আমাকে আরও আদেশ দেওয়া হয়েছে যে,) তুমি একনির্ণ্যভাবে দ্বিনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনোই মুশরিকদের অস্তর্ভুক্ত হয়ো না, এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও ডাকবে না, যা তোমার উপকারণ করে না, অপকারণ করে না, কারণ তা করলে তখন তুমি অবশ্যই জালিমদের অস্তর্ভুক্ত হবে।

এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তাঁর অনুগ্রহ রাদ করবার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।  
—সূরা ইউনুস (১০) ১০৪-১০৭

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَأَى إِلَيْهِ عَظِيمًا

নিচয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে। —সূরা আন নিসা (৪) : ৪৮

স্মরণ রাখা উচিত, তাওহীদেই হল ঐ বিষয়, যার দাওয়াত নিয়ে সকল নবী রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই পাঠিয়েছেন। তাঁর উচ্চতরও এটাই দায়িত্ব। রিবিয়ী ইবনে আমের রা.সহ অন্যান্য সাহাবীদের ভাষায়—  
اللَّهُ ابْتَعَنَا لِتُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ وَمَنْ ضَيْقَ الدُّنْيَا إِلَى سَعْيَهَا، وَمَنْ حَوْرَ الأَدِيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের প্রেরণ করেছেন আল্লাহর বান্দাদেরকে বান্দার গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ইবাদতে দাখেল করতে। দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশংস্তার দিকে নিয়ে যেতে এবং সকল ধর্মের জুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের ছায়াতলে নিয়ে আসতে।

## ১৪. ঈমানের দাবি, মুয়ালাত ও বারাআত ঈমানের ভিত্তিতেই হবে

যারা ঈমানের নেয়ায়ত ও ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত তাদের কাছে বর্ণ, বংশ, ভাষা, ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, মতবাদ, রাজনৈতিক দল ও দর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে জাতীয়তা নির্ধারিত হয়, আর এই জাতীয়তাই তাদের কাছে মুয়ালাত ও বারাআত (বঙ্গুত্ত ও সম্পর্কচেছ) এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মানদণ্ড হয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা সরাসরি জাহেলিয়াত। ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকল মুমিন এক জাতি। আর অন্যান্য অমুসলিম বিভিন্ন জাতি হলেও ইসলামের বিপরীতে তারা অভিন্ন জাতি। ‘আলকুফুর মিল্লাতুন ওয়াহিদা’ (সকল কুফুর অভিন্ন মিল্লাত) যেমন শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত তেমনি তা বাস্তবতাও বটে।

ইসলামের শিক্ষায় ‘মুয়ালাত’ ও ‘বারাআত’ (তথা বঙ্গুত্ত পোষণ ও বর্জন)-এর মানদণ্ড ঈমান। আর পরস্পর সহযোগিতার মানদণ্ড ভালো কাজ ও খোদাভীরুতা।

আমি যদি মুমিন হই তাহলে আল্লাহর সব মুমিন বান্দার সাথে আমার বঙ্গুত্ত ও ভালবাসা। তা সে যে বর্ণের, যে ভাষার, যে বংশের বা যে দেশেরই হোক না কেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়ও যা-ই হোক না কেন। তার সাথে আমার ঈমানী বঙ্গুত্ত সর্বাবস্থায় অটুট থাকবে। (উল্লেখ্য, কোনো মুসলমানের রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার এবং ঐ দলীয় পরিচিতি বহন করার শরয়ী বিধান কী এবং এতে কী আলোচনা আছে তা এ নিবন্ধের বিষয়বস্তু নয়) মুমিনের সাথে আমার এই বঙ্গুত্ত ঈমানের কারণে এবং আল্লাহর জন্য, সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে নয়। এ কারণে আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রে না তার সঙ্গ দিব, না তার সাহায্য করব। সে যদি কোনো অমুসলিমের উপরও জুলুম করে আমি তার সহযোগিতা করব না; বরং সাধ্যমত তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করব।

আর যে অমুসলিম (ধীন ও আধিরাত অস্বীকারকারী কিংবা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধীনের অনুসারী যে কোনো কাফির, মুশরিক, মুনাফিক) তার সাথে আমার আল্লাহর জন্যই বিদেশ। কারণ সে আমার, তার ও গোটা জগতের রব আল্লাহর বিদ্রোহী। আর যেহেতু এই শক্রতা শুধু আল্লাহর জন্য, কোনো সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে নয়, এ কারণে আমি তার সাথে কখনো না-ইনসাফী করব না; বরং যদি দেখি, সে মজলুম হচ্ছে আর তাকে জুলুম থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য আমার আছে তাহলে জুলুম থেকে মুক্ত করতেও আমি পিছপা হব না।

দুঁজন লোকের মাঝে হয়তো ভাষা, ভূখণ, বর্ণ, গোত্র, আজীব্যতা ও রাজনৈতিক পরিচয় সব বিষয়ে অভিন্নতা আছে, কিন্তু এদের একজন মুসলিম অন্যজন অমুসলিম, তো এই সকল অভিন্নতার কারণে মুসলিমের উপর অমুসলিমের যে হক্কগুলো সাব্যস্ত হয় তা তো ঐ মুসলিম অবশ্যই আদায় করবেন কিন্তু এদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে না; বরং মুসলিম তাকে আল্লাহর জন্য দুশ্মনন্হি মনে করবে যে পর্যন্ত না সে ইমান আনে ও ইসলাম কবুল করে।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُنْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَا قَالُوا إِنَّا بُرَءُوا مِنْهُمْ وَمِنْهُ  
تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَفَرُنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدًا حَتَّى  
تُؤْمِنُوا بِإِلَهِهِ وَحْدَهُ أَلَا تَوَلَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَيْنِهِ لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ<sup>①</sup>

তোমার জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হল শক্রতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি না তোমরা এক আল্লাহতে ইমান আন’। -সুরা মুমতাহিনা ৬০ : ৮

আল্লাহ তাআলার হকুম :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَاخْذُرُوهُمْ<sup>২</sup>

\* ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শক্র; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক।— আত্তাগাবুন (৬৪) : ১৪

এ প্রসঙ্গে কুরআনে হাকীমের শিক্ষা অতি স্পষ্ট। কুরআনে আমাদের মনোযোগের সাথে পাঠ করা উচিত যে, ইবরাহীম আ. তার মুশরিক পিতা আয়রের সাথে কী আচরণ করেছিলেন, নৃহ আ.-এর কাফির পুত্রের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন। নৃত আ.-এর স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেছেন আর এর বিপরীতে ফিরাউনের যুমিন স্ত্রী সম্পর্কে কী বলেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবকে কী বলেছেন, যিনি তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে ইসলাম কবুল করেননি। কুরআন কারীম, সীরাতে

নবী ও হায়াতুস সাহাবা বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ ধরনের ঘটনা আমাদের বার বার পাঠ করা উচিত, যাতে বিষয়টি আমাদের সামনে ভালোভাবে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা, ‘মুয়ালাত’ (বঙ্গুত্ত) ও ‘মুয়াদাত’ (শক্রতা)-এর মানদণ্ড দ্বীন ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। ইসলামে ‘মুয়ালাতের’ মানদণ্ড হচ্ছে ঈমান ও ইসলাম আর ‘মুয়াদাত’-এর ভিত্তি শিরক ও কুফর। যে কেউ মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত সে শুধু ঈমান ও ইসলামের কারণেই, অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ছাড়াই মুয়ালাতের হক্কদার এবং সকল বাস্তব মানবিক অধিকার (যার বিধান ইসলাম দিয়েছে, বর্তমান সময়ের অসার, অবাস্তব বা প্রতারণামূলক মৌখিক অধিকার নয়) তার প্রাপ্য। আর যে শিরক বা অন্য কোনো ধরনের কুফর অবলম্বন করেছে (প্রত্যেক কুফর শিরকেরই কোনো না কোনো প্রকার) তার সাথে ‘মুয়ালাত’ হারাম; বরং তা কুফরের চিহ্ন।

অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ‘মুয়ালাত’ ও ‘বারাআতে’র এই নীতিতে অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য, স্বয়ং পিতামাতাও ব্যতিক্রম নন।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

وَصَيَّبْنَا إِلَّا نَسَانَ بِوَالدَّيْنِ هَبَّتْهُ أُمَّةٌ وَهُنَّ عَلَىٰ وَهُنِّ فِصْلُهُ فِي عَامِنِينِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلَوَالدَّيْنِكَ إِلَى الْمَصْبِرِ<sup>④</sup> وَإِنْ جَاهَهُكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعِهِمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَغْرُورٌ فَآ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آتَابَ إِلَيْكَ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَنْتِئُنَّكُمْ بِإِيمَانِكُمْ كُنْتُمْ تَغْيِلُونَ<sup>⑤</sup>

\* আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মাস্তানকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্তে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

\* তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদভাবে এবং যে বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমূখী হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে এবং তোমার যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। -সূরা লুকমান (৩১) ১৪-১৫

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِكُи مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ  
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ  
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّلُهُ حَلِيمٌ ۝

\* ଆତୀଯ-ସ୍ବଜନ ହଲେଓ ମୁଖରିକଦେର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ନବୀ ଏବଂ  
ମୁମିନଦେର ଜନ୍ୟ ସଂଗତ ନୟ ସଥନ ଏଟା ସୁମ୍ପଟ ହୟେ ଶିଯେଛେ ଯେ, ନିଶ୍ଚିତତ୍ତ୍ଵ ଏବା  
ଜାହାନାମୀ ।

\* ଇବରାହିମ ତା'ର ପିତାର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛି, ତା'କେ ଏର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି  
ଦିଯେଛିଲ ବଲେ; ଅତଃପର ସଥନ ତା'ର କାହେ ଏଟା ସୁମ୍ପଟ ହଲ ଯେ, ସେ ଆଲ୍ୟାହର ଶକ୍ତ  
ତଥନ ଇବରାହିମ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଛିଲା କରଲ । ଇବରାହିମ ତୋ କୋମଲହଦୟ ଓ ସହନଶୀଳ ।  
-ଆତ ତାଓବା (୧) : ୧୧୩-୧୧୪

ସୂରା ମୁଜାଦାଲାୟ ‘ମୁଯାଲାତ’ ଓ ‘ବାରାଆତେ’ର ଉପରୋକ୍ତ ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟଭାବେ  
ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୟେଛେ ।

ଇରଶାଦ ହୟେଛେ-

الْخَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَيْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۝ مَا هُنْ مُنْكَفِرُونَ ۝ وَيَخْلِفُونَ عَلَى  
الْكَذِيبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۝ إِنَّهُمْ سَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ إِنَّهُمْ  
أَيَّا نَهُمْ جُنَاحَةٌ فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ لَكَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أُمُّ الْهُمَّةِ ۝ وَلَا  
أَوْلَادُهُمْ مِنْ أَنْلَوْ شَيْئًا ۝ أُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا  
فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ ۝ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَذِبُونَ ۝  
إِنْسَخْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَنُ فَأَنْسَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ۝ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَنِ ۝ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَنِ  
هُمُ الْخَسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَاذِدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ  
أَنَا وَرُسُلِي ۝ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ وَلَوْ كَانُوا أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَخْوَانَهُمْ أَوْ عِشِيرَتَهُمْ ۝ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي

فُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَآيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِيْنَ  
فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

\* তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ কর নাই যারা, আল্লাহ যে সম্পদায়ের প্রতি রুষ্ট  
তাদের সাথে বস্তুত করে? তারা তোমাদের দলভূক্ত নয়, তাদের দলভূক্তও নয় এবং  
তারা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করে।

\* আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শান্তি। তারা যা করে তা কত  
মন্দ!

\* তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ  
হতে নিবৃত্ত করে; অতএব তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শান্তি।

\* আল্লাহর শান্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের  
কোনো কাজে আসবে না; তারাই জাহানামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

\* যেদিন আল্লাহ পুনরুদ্ধিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা আল্লাহর  
নিকট সেইরূপ শপথ করবে যেইরূপ শপথ তোমাদের কাছে করে এবং তারা মনে  
করে যে, এতে তারা ভালো কিছুর উপর রয়েছে। সাবধান! তারাই তো প্রকৃত  
মিথ্যাবাদী।

\* শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে; ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে  
আল্লাহর শ্মরণ। তারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই  
ক্ষতিগ্রস্ত।

\* যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের  
অন্তর্ভুক্ত।

\* আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি অবশ্যই বিজয়ী হব এবং আমার রাসূলগণও।  
নিচয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

\* তুমি পাবে না আল্লাহ ও আধিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্পদায়, যারা  
তালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে- হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা  
তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র তাদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ়  
করেছেন ইমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা।  
তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে  
তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট,

তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে। -আল মুজাদালা (৫৮) : ১৪-২২

আরো ইরশাদ-

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا بِطَاهَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبَالًا وَدُونَكُمْ أَعْنُثُمْ قَدْ بَدَتِ  
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُحْفِنُ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَاهُ لَكُمُ الْآيَتِ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْقِلُونَ ⑩ هَانُتُمْ أُولَئِنَّ تُحْبِبُهُمْ وَلَا يُحِبُّونَ بِالْكِتَابِ كُلُّهُ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَاتُوا  
آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا عَصُنُوا عَلَيْكُمُ الْأَتَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُؤْمِنُوا بِعِنْيَطِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ  
الصُّدُورِ ⑪ إِنْ تَسْسِكُمْ حَسَنَةٌ تَسْعُهُمْ وَإِنْ تُصْبِكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ  
تَتَقْوَى إِيَّاصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ⑫

\* হে মু'মিনগণ! তোমাদের আপনজন ছাড়া অন্য কাউকেই অঙ্গরঙ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদেরকে বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্রোহ প্রকাশ পায় এবং তাদের হন্দয় যা গোপন রাখে তা আরও গুরুতর। তোমাদের জন্য নির্দর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

\* দেখ, তোমরাই তাদেরকে ভালবাস কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ইমান রাখ আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, ‘আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের অঙ্গুলির অগভাগ দাঁতে কেটে থাকে।’ বল, ‘তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।’ অঙ্গে যা রয়েছে সে সমস্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।

\* তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুস্তাকী হও তবে তাদের ঘড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিচয়ই আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। -আলে ইমরান ৩ : ১১৮-১২০

এখানে কিছু অবুব মুসলমানের ভুল ধারণারও সংশোধন করা হয়েছে, যারা সামাজিক সৌজন্যের নামে ধর্মীয় ক্ষেত্রে চরম শিথীলতার শিকার হয় এবং বলে, ‘তারা অমুসলিম হলেও তো আমাদের ভাই/বন্ধু!’ (নাউয়বিল্লাহি) নিঃসন্দেহে এটা চরম নির্বাক্ষিতা। কেউ যদি বুঝে শুনে একথা বলে তাহলে এটাই তার ‘মুনাফিক’ ইমান সবার আগে

হওয়ার স্পষ্ট নির্দশন। আমাদের তরফ থেকে তো এই নির্বুদ্ধিতা যে, এদের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা পোষণ করতে থাকব অথচ তারা তাদের ভাস্তু ধর্ম বা মতবাদে এতই কঠর যে, আমাদের প্রতি ভালবাসা তো দূরের কথা, আমাদেরকে তারা হীনতম শক্ত মনে করে এবং আমাদেরকে যত্নগা দেওয়ার ক্ষেত্রে, দেশে দেশে আমাদের ভাইবোনদের ব্যাপক হত্যা-নির্যাতনের ক্ষেত্রে কোনো অপচেষ্টা বাদ রাখে না।

এ বিষয়ে এই আয়াতগুলো মনোযোগের সাথে পাঠ করুন : ২ : ২৫৭; ৩ : ২৮; ৪ : ১৩৯; ৫ : ৫১, ৫৭, ৮১; ৮ : ৭২-৭৩; ৯ : ২৩-২৪, ৬৭, ৭১; ৮৫ : ১৯

### সহযোগিতা করা না-করার মানদণ্ড

ইসলামী আদর্শে সহযোগিতা করা বা না-করার যে মানদণ্ড উপরে বলা হয়েছে তার সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত দেখুন :

وَلَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ السُّجُودِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْرِ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَرِيكُ الْعَقَابِ

তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনোই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। স্তরকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরম্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিচয়ই আল্লাহ শান্তিদানে কঠোর। -আল মাইদাহ (৫) : ২

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شَهِدَآءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجِدُ مَنْكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدُلُوا إِعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ①

\* হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিচয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। -আল মাইদাহ (৫) : ৮

হাদীস শরীফে আছে-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبَيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ فَائِلٌ عَلَى عَصَبَيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبَيَّةٍ.

অর্থাৎ যে আসাবিয়্যার দিকে ডাকে সে আমাদের দলভূক্ত নয়, এবং সে-ও আমাদের দলভূক্ত নয় যে আসাবিয়্যার ভিত্তিতে লড়াই করে। আর সে-ও না যে আসাবিয়্যার উপর মৃত্যুবরণ করে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১২১

আরেক হাদীসে আছে-

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصَبَيْةُ؟ قَالَ : أَنْ تُعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ .

আল্লাহর রাসূল! ‘আসাবিয়্যাহ’ কী? ইরশাদ করলেন, (আসাবিয়্যাহ হল) নিজ গোত্রের জুলুমে সহযোগী হওয়া। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৫১১৯

এ হাদীসে ‘আসাবিয়্যা’র অর্থও স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তির, দলের, মতবাদের বা সম্প্রদায়ের শুধু এজন্য সহযোগিতা করা যে, সে আমাদের। সে ন্যায়ের উপর থাকুক কি অন্যায়ের উপর, সঠিক হোক বা ভুল। অথচ ইসলামে সহযোগিতার ভিত্তি নেক আমল ও খোদাভীরূতা। গুনাহ ও জুলুমে কারো সহযোগিতা করা হারাম সে যতই নিকটবর্তী হোক না কেন; বরং জালিমকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত রাখাই হচ্ছে তার সহযোগিতা- যেমনটা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَنْصُرْ أَخَاكَ طَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْصُرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ طَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ : تَحْجِزْهُ أَوْ تَمْنَعْهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنْ ذَلِكَ نَصْرٌ .

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, যখন সে মাজলুম তখন, যখন সে জালেম তখনও। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! মজলুমকে সাহায্যের বিষয়টি তো বুঝলাম, কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব? রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে। আর এটাই হল, জালেমকে সাহায্য করা। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৬৭৪৭; সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৯৫২

১৫. ইমান অতি সংবেদনশীল, মুমিন ও গায়রে মুমিনের মিশ্রণ তার কাছে সহনীয় নয়

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ধীন, ইমানের বিষয়টি অতি নাজুক ও সংবেদনশীল। ইসলাম এটা বরদাশত করে না যে, মুসলিম উম্মাহ অন্য কোনো জাতির মাঝে বিলীন হয়ে যাবে কিংবা অন্যদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। ইসলাম তার অনুসারীদের

যে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত দান করেছে তাতে এমন অনেক বিধান আছে, যার তাংপর্যই হচ্ছে, মুসলিমের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং অন্যদের থেকে স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা হওয়া। যেমনটা সে স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্রের অধিকারী চিন্তা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের বিধি-বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বেশভূষা, আনন্দ-বেদনা, পর্ব-উৎসব, সংস্কৃতি ও জীবনচার বিষয়ে শরীয়তের আলাদা অধ্যায় ও আলাদা বিধিবিধান আছে, যার দ্বারা জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা সৃষ্টি হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই বিধানগুলোর অনুসৃণ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরি। আর এগুলোকে সত্য বলে মানা এবং অন্তর থেকে পছন্দ করা তো ইমানের অংশ।

তন্মধ্যে অমুসলিমের সাথে সম্পর্কের ধরন বিষয়ক যে সকল বিধান আছে, তা বিশেষভাবে ঘনোযোগের দাবিদার। তার মধ্যে একটি হৃত্য হল, অমুসলিমদের পর্ব-উৎসব থেকে দূরে থাকা এবং তাদের ধর্মীয় নির্দর্শনের প্রতি কোনো ধরনের সম্মান প্রদর্শন থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা। তাছাড়া মুয়ালাত ও বারাআতের মৌলিক বিধান তো উপরে বলা হয়েছে, এখানে সে বিষয়ক শুধু দু'টি বিধান উল্লেখ করছি : এক. জানায়ার নামায, দুই. মাগফিরাতের দুআ। এই দুই বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা এই যে, কোনো অমুসলিমের জানায়ার নামায পড়া যাবে না এবং কোনো অমুসলিমের জন্য মাগফিরাতের দুআ করা যাবে না। সে অমুসলিম পিতা হোক বা ভাই, উত্তাদ হোক বা মুরব্বি, নেতা হোক বা লিডার। সীরাতে নববিয়্যাহর দিকে তাকান, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা আবু তালিবের জানায়ার নামায পড়াননি অথচ তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতইনা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সীরাত-তারীখ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান রাখেন এমন যে কারোরই তা জানা আছে। এত সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং এত নিকটাত্তীয়তা সত্ত্বেও না তার জানায়া পড়েছেন, না তার জন্য দুআয়ে মাগফিরাত করেছেন।

এ বিষয়ে সকল নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেবামের ঘটনাবলি এত প্রচুর যে, তা আলাদা গ্রন্থের বিষয়। এখানে মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট শুধু দু'টি আয়াত দেখুন :

وَلَا تُنْهِنَ عَلَىٰ أَعْيُونَهُمْ مَآتَ أَبْدًا وَلَا تَقْنُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفُرُوا بِإِلَهِهِمْ وَرَسُولِهِ وَمَآتُوا وَ هُمْ فَسِقُونَ  
৩

তাদের মধ্যে কারো মৃত্য হলে তুমি কখনও তার জানায়ার সালাত পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না; তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্মীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্য হয়েছে। -আত তাওবা (৯) : ৮

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِكُنْ قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ  
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ⑩ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ أَبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِلَيْهِ  
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْهُ إِنَّ أَبْرَاهِيمَ لَا يَهُوَ حَلِيلٌ ⑪

আতীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নিশ্চিতই তারা জাহানামী।

\* ইবরাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাঁকে এর প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল বলে; অতঃপর যখন তাঁর কাছে এটা সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শক্ত তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো কোমলহৃদয় ও সহনশীল। -আত তাওবা (৯) : ১১৩-১১৪

এখানে এ কথা উল্লেখ করে দেওয়া দরকার মনে করছি। তা হল, সাধারণ অবস্থায় অমুসলিম আতীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য যে কোনো বিধীমীর সাথে সদাচরণ শরীয়তে বৈধ।

নিজের ঈমান-আকীদা এবং ইসলামী স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা রক্ষা করে তাদের সাথে সদাচরণ শর্ত বৈধই নয় বরং শরীয়ত নির্দেশিতও বটে। এমনকি তাদেরকে নফল দান-সদকা দ্বারা সাহায্য-সহযোগিতা করাও জায়েয়।

এছাড়া কুরআন মাজীদের এ হুকুম তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য-

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْ فَعَلَتِي هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا أَلَّزْتِنَّكَ وَبَيْنَهُ عَدَاؤُ  
كَانَهُ وَلِيُّ حَبِيبِهِ ⑫ وَمَا يُلْقِي هُنَّا إِلَّا لِلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِي هُنَّا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ⑬

ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা; ফলে আপনার সাথে যার শক্তি আছে সে অস্তরঙ্গ বস্তুর মত হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই, যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। -সূরা হা-মীম আস-সাজদা, (৪১) ৩৪-৩৫

যদিও আমাদের কিছু অবুব শ্রেণীর মুসলমান ভাইয়ের কর্মপক্ষা এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে নিজের এবং নিজের গুরুজন ও মুরব্বী সম্পর্কে অতি সংবেদনশীল দেখা যায়। তাদের ব্যাপারে কেউ সামান্য উচ্চ-বাচ্য করলে তার আর রক্ষা নেই।

পক্ষান্তরে কোনো বেদীন-মুলহিদ ইসলাম ও ইসলামের সুমহান গ্রন্থ আল-কুরআন, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ও শিআরে ইসলাম সম্পর্কে

যত অশ্রাব্য গালি-গালাজ, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করক না কেন এ নিয়ে তাদের কোনোই মাথাব্যাথা নেই। অথচ সামাজিক সৌজন্য তো আলাদা বিষয়। আর ক্ষমা-মার্জনা তো হতে পারে ব্যক্তিগত হক সম্পর্কে এবং তা উচিতও। কিন্তু যেখানে দ্বীন-ইমানের প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলাম ও শিআরে ইসলামের প্রশ্ন এসে দাঁড়াবে সেখানে তো প্রত্যেক মুসলমানকে শরীয়তের গণিতে থেকে সাধ্যানুযায়ী ইমানী গায়রত ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

অবশ্য এর পছ্ন্য ও উপায় কী হবে এবং শ্রেণীভেদে কার উপর কী ধরনের দায়িত্ব বর্তাবে তা বিজ্ঞ আলেম থেকে জেনে নেওয়া জরুরি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাক্বাল আলামীন।

### ১৬. ইমান পরীক্ষার উপায়

মানুষের জন্য ইমানের চেয়ে বড় কোনো নেয়ামত নেই। এই নেয়ামতের কারণে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে, আল্লাহ তাআলার শোকরণোয়ারী করবে এবং এর সংক্ষার ও সংরক্ষণের জন্য ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মেহনত করবে।

সকাল-সন্ধ্যায় মনে-প্রাণে বলবে-

رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّاً وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

আমি রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট আর নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্তুষ্ট।

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَإِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ نَعْبُدُ وَنَسْتَغْفِرُ لَهُ، لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ...

এই সকালে (সন্ধ্যা বেলায় এই 'আম্সিনা' এই সন্ধ্যায়) আমরা আল্লাহর, গোটা রাজত্ব আল্লাহর এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। কোনো যাব্দে নেই আল্লাহ ছাড়া, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, এবং তাঁরই প্রশংসা! আর তিনি সর্বশক্তিমান ... এবং

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ أُوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ  
لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ.

ইয়া আল্লাহ, এই সকালে (সন্ধ্যা বেলায় : 'مَ اُمْسَى بِي' এই সন্ধ্যায়) যা কিছু নেয়ামতের আমি অধিকারী হয়েছি বা তোমার কোনো সৃষ্টি অধিকারী হয়েছে তা একমাত্র তোমারই পক্ষ হতে। তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই জন্য শোকরগোয়ারী।

ঈমানের লালন ও বর্ধন এবং সংক্ষার ও সুরক্ষার জন্য জ্ঞান-গবেষণা এবং কর্ম ও দাওয়াতের অঙ্গনে কী কী পদক্ষেপ ব্যক্তিগতভাবে ও সম্প্রিলিতভাবে নিতে হবে এই মুহূর্তে তা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখন শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিষয়ে নিবেদন করছি। আর তা এই যে, আমরা প্রত্যেকে যেন মাঝে মধ্যে নিজের ঈমান পরীক্ষা করি, যে-আল্লাহ না করুন- আমাদের ঈমান শুধু মৌখিক জমা খরচ নয় তো। এমন তো নয় যে, আমাদের ঈমান শুধু নামকে ওয়াস্তের, যা 'গ্রহণযোগ্য ঈমান' এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণই হয় না! আল্লাহ না করুন, যদি বাস্তব অবস্থা এমন হয় তাহলে এখনই নিজের ইসলাহ ও সংশোধন আরম্ভ করা উচিত।

সহজতার জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও সীরাতে সালাফের আলোকে নিজের ঈমান পরীক্ষার কিছু উপায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

মনে রাখতে হবে, মৌলিকভাবে ঈমান যাচাইয়ের দুইটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় : আমার ঈমান ঠিক আছে কি না। দ্বিতীয় পর্যায় : সবলতা ও দুর্বলতার বিচারে আমার ঈমানের অবস্থান কোথায়।

এখানে শুধু প্রথম পর্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কথা নিবেদন করছি। এর জন্য নিম্নোক্ত উপায়গুলো ব্যবহার করা অধিক সহজ :

ক. আমার মাঝে কোনো কুফরী আকীদা নেই তো?

প্রথম কাজ এই যে, আমাদেরকে ইসলামী আকাইদ সঠিকভাবে জানতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে আমার মধ্যে ঐসব আকীদার পরিপন্থী কোনো কিছু নেই তো? যদি থাকে তাহলে আমাকে তৎক্ষণাত্ম তওবা করতে হবে এবং ইসলামী আকীদার পরিপন্থী এই মতবাদকে বাতিল ও কুফরী বিশ্বাস করে এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে।

কুরআন কারীমে মুশরিকদের, আধিরাতে অবিশাসীদের, ইহুদি, নাসারা, মুনাফিকদের, পার্থিবতাবাদী, বেদীন, নাস্তিকচক্রসহ সকল ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করে কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরের সাহায্যে কুরআন পাঠ করে এবং

প্রয়োজনে কোনো আলিমের কাছে সবক পড়ে কাফিরদের প্রত্যেক শ্রেণীর বাতিল আকীদা সম্পর্কে জেনে নিজেদের বোধ-বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয়া কর্তব্য যে, আমার মধ্যে ঐসবের কোনো কিছু নেই তো?

#### ধ. আমার মধ্যে নিফাক নেই তো?

নিফাকের বিভিন্ন প্রকার আছে। এক. বিশ্বাসগত নিফাক। এ প্রবক্ষে এ নিয়েই আলোচনা করা উদ্দেশ্য। বিশ্বাসগত নিফাকের অর্থ, অন্তরে কুফরী মতবাদ বা ইসলাম বিদ্যে লালন করেও কথা বা কাজে মুসলিম দাবি করা। বিশ্বাসগত নিফাক হচ্ছে কুফরীর এক কঠিনতম প্রকার। এটা যার মধ্যে আছে সে সরাসরি কাফির। তবে যথাযথ দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো বিষয়ে নিফাকের সন্দেহ করা বা কাউকে নিফাকের অভিযোগে অভিযুক্ত করা জায়েয় নয়। হ্যাঁ, যখন কারো কথা বা কাজের দ্বারা নিফাক প্রকাশিত হয়ে পড়ে, অন্তরে লালিত কুফরী আকীদা ও ইসলাম-বিদ্যে জিহ্বায়ও এসে যায় তখন তো এর বিষয়ে মুসলমানদের সাবধান হতেই হবে এবং সরকারকেও এই লোক সম্পর্কে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশ্বাসগত নিফাকের রূপগুলো কী কী কুরআন কারীমে তা ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো জেনে নিজেকে যাচাই করা উচিত, আমার মধ্যে এসবের কোনো কিছু নেই তো?

বিশ্বাসগত নিফাকের বিভিন্ন রূপ আছে। কয়েকটি এই :

- \* ইসলামী শরীয়ত বা শরীয়তের কোনো বিধানকে অপচন্দ করা।
- \* ইসলামের, ইসলামের নবীর, ইসলামের কিতাবের, ইসলামী নির্দর্শনের কিংবা ইসলামের কোনো বিধানের বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা করা।
- \* ইসলামের কিছু বিশ্বাস ও বিধানকে মানা, আর কিছু না মানা।
- \* শরীয়তের কোনো বিধানের উপর আপত্তি করা বা তাকে সংক্ষারযোগ্য মনে করা।
- \* ইসলামের কোনো অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আকীদা বা বিধানের অপব্যাখ্যা করা।

#### গ. শাআইরে ইসলামের বিষয়ে আমার অবস্থান কী?

শাআইরে ইসলামকে ‘শাআইর’ এজন্য বলা হয় যে, তা ইসলামের চিহ্ন। প্রধান ‘শাআইর’ এই : এক. ইসলামের কালিমা, দুই. আল্লাহর ইবাদত (বিশেষত নামায, যাকাত, রোগ্যা, হজ্জ) তিন. আল্লাহর রাসূল, চার. আল্লাহর কিতাব, পাঁচ. আল্লাহর ঘর কাঁবা, অন্যান্য মসজিদ ও ইসলামের অন্যান্য পবিত্র স্থান, বিশেষত মসজিদে

হারাম, মিনা, আরাফা, মুয়দালিফা, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। ছয়. হজ্জে কুরবানীর জন্য নির্ধারিত ঐ পশু, যাকে ‘হাদী’ বলে। কুরআন মজীদে (২২ : ৩২, ৩০) আল্লাহ তাআলা ইসলামের শাআইর (নির্দশনাবলী) কে ‘শাআইরুল্লাহ’ ও ‘হরুমাতুল্লাহ’ নামে ভূষিত করেছেন। এবং এই নির্দশনগুলোর মর্যাদা রক্ষার আদেশ করেছেন। আর ইরশাদ করেছেন, এগুলোর মর্যাদা রক্ষা প্রমাণ করে অন্তরে তাকওয়া আছে, আল্লাহর ভয় আছে।

নিজের ঈমান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় এই যে, আমি আমার অন্তরে খুঁজে দেখি, নিজের কথা ও কাজ পরীক্ষা করে দেখি আমার মাঝে শাআইরে ইসলামের ভক্তি-শৃঙ্খলা আছে কি না। তদুপ কেউ শাআইরুল্লাহর অবমাননা করলে আমার কষ্ট হয় কি না। এমন তো নয় যে, কেউ শাআইরের অবমাননা করছে, আর আমি একে তার ব্যক্তিগত বিষয় মনে করে নীরব ও নির্লিঙ্গ থাকছি? না আমার কষ্ট হচ্ছে, না এই অশোভন আচরণ সম্পর্কে আমার মনে ঘণ্টা জাগছে, আর না এই বেআদবের বিষয়ে আমার অন্তরে কোনো বিদ্বেষ, না তার থেকে ও তার কুফরী কার্যকলাপ থেকে বারাআত (সম্পর্কচ্ছেদের) কোনো প্রেরণা!!

আল্লাহ না করুন, শাআইরের বিষয়ে এই যদি হয় আচরণ-অনুভূতি তাহলে ঐ সময়ই নিশ্চিত বুঝে নিতে হবে, এ অন্তর ঈমান থেকে একেবারেই শূন্য। সাথে সাথে সিজদায় পড়ে যাওয়া উচিত এবং তওবা করে, সর্বপ্রকার কুফর ও নিষাক থেকে ভিন্নতা ঘোষণার মাধ্যমে ঈমানের নবায়ন করা উচিত।

**৪. আমার অন্তরে অন্যদের শাআইরের প্রতি ভালবাসা নেই তো?**

ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম এবং ধীন ও আধিকার-অধীকার সম্বলিত সকল ইজম সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত। এন্দেরও ‘শাআইর’ ও নির্দশন আছে, যিখ্য উপাস্য ও আদর্শ আছে, যেগুলোর কোনো সারবস্তা নেই। কিন্তু ইসলাম এই সবের উপহাস ও কটুভিতও অনুমতি নিজ অনুসূরীদের দেয় না। এক তো এ কারণে যে, তা ভদ্রতা ও শরাফতের পরিপন্থী, এছাড়া এজন্যও যে, একে বাহানা বানিয়ে এরা ইসলামের সত্য নির্দর্শনের অবমাননা করবে। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تُسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ مُؤْنَى اللَّهِ فَيُسْبِّبُوا اللَّهَ عَذْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ<sup>۱</sup> كَذَلِكَ زَيَّنَاهُ لِكُنِّ أَمْوَالَ  
عَنْهُمْ سُلْطَانًا إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَتِّهُمْ بِسَاكِنَةِ أَيْمَانِهِنَّ<sup>۲</sup>

আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা সীমালঞ্চন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে; এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি অতঃপর তাদের

প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য  
সম্পর্কে অবহিত করবেন। -আল আনআম : ১০৮

তো অন্যান্য কওমের রব, ইলাহ ও শাআইরের উপহাস ও কটুতি থেকে বিরত  
থাকা ইসলামের শিক্ষা, যা স্বস্থানে ইসলামী আদর্শের এক উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যের  
দিক। কিন্তু এর অর্থ কথনো এই নয় যে, তাদের রব ও মাবুদের (যা নিঃসন্দেহে  
অসার ও অসত্য) এবং এদের শাআইর ও নির্দশনের (যা পুরোপুরি কল্পনা ও  
কুসংস্কার প্রসূত) সমর্থন ও সত্যায়ন করা হবে কিংবা এগুলোর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য  
বর্ণনা করা হবে কিংবা অন্তরে আবেগ ও ভক্তি পোষণ করা হবে। কারণ এ তো  
সরাসরি কুফর। যদি তা বৈধ ও অনুমোদিত হয় তাহলে তো এরপরে ইমান ও  
ইসলামের কোনো প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। আর না উপরোক্ত বিশ্বাস ও কর্মের  
পরও ইমানের অঙ্গিত কল্পনা করা যায়। ভালোভাবে বোঝা উচিত, কোনো কিছুর  
কটুতি-অবজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অর্থ এই নয় যে, এ বিষয়কে সম্মান করতে হবে  
বা সত্য মনে করতে হবে। তো কুফরের শাআইরের সম্মান বা ভালবাসা হচ্ছে  
পরিষ্কার কুফর। আজকাল কিছু মানুষ দেখা যায়, যাদের দৃষ্টিতে নিজেদের তথ্য  
ইসলামী শাআইরের তো বিশেষ মর্যাদা নেই, এগুলোর অবমাননাও তাদের মাঝে  
কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। অর্থাৎ এরাই একাত্মতা প্রকাশ করে অন্যদের  
শাআইরের বিষয়ে। এরা অন্যদের ধর্মীয় উৎসবেও যোগদান করে এবং একে  
গৌরবের বিষয় মনে করে। একে তারা আখ্যা দেয় ‘সৌজন্য’ ও ‘উদারতা’র চিহ্ন  
বলে। তাদের জানা নেই, এটা সৌজন্য ও উদারতা নয়, এ হচ্ছে সত্য ধীনের  
বিষয়ে শিথিলতা ও হীনমন্যতা এবং আপন জাতির সাথে বড় হীন ও গায়রতাহীন  
আচরণ। হায়! তারা যদি বুঝত যে, কুফর ও শাআইরের কুফরের প্রীতি-আকর্ষণ,  
এসবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং এসবের ভক্তি-উপাসনায় সন্তোষ বা আনন্দ  
প্রকাশও সরাসরি কুফর।

এই শ্রেণীর মানুষের মনে রাখা উচিত, কুরআনে কারীমের আয়াত-

إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ

অর্থ : ...তাহলে তো তোমরাও তাদের মতো হবে। (৪ : ১৪০)

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ-

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ : যে কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।

মোটকথা, নিজের ঈমানের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাইয়ের অন্যতম উপায় এ চিন্তা করা যে, অন্তরে বেঁধীন সম্প্রদায়ের এবং দ্বীন ইসলামের বিদ্রোহীদের শাআইর-নির্দশনের সমর্থন বা প্রীতি-আকর্ষণ নেই তো। যদি থাকে তাহলে তওবা করে নিজেকে সংশোধন করবে, আল্লাহ তাআলার কাছে শাআইরল্লাহর ভক্তি-ভালবাসা এবং শাআইরল্লাহর সংরক্ষণ ও সমর্থনের তাওফীক প্রার্থনা করবে। কুফরের শাআইরের প্রতি ঘৃণা ও সেগুলোর অসারতার বিষয়ে প্রত্যয় ও প্রশান্তি প্রার্থনা করবে।

#### ঙ. পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে আমার নীতি উল্টা না তো?

জগতে পছন্দ-অপছন্দের অনেক মানদণ্ড আছে। মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, এতে সৃষ্টিগতভাবেই কিছু বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে আর কিছু বিষয়ে অনঘ্রহ ও বিমুখতা বরং ঘৃণা ও বিদ্বেষ। কিন্তু কেউ যখন ইসলাম কবুল করে এবং ঈমানের সম্পদ লাভ করে তখন তার হাতে এসে যায় পছন্দ-অপছন্দের প্রকৃত মানদণ্ড। সে মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর প্রদত্ত শরীয়ত। সুতরাং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে পছন্দনীয় এবং শরীয়তে কাম্য তা মুমিনের কাছে অবশ্যই পছন্দনীয় হবে যদিও অন্য কোনো মানদণ্ডে লোকেরা তা পছন্দ না করুক, কিংবা স্বয়ং তার কাছেই তা স্বভাবগতভাবে পছন্দের না হোক। আর যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে অপছন্দের এবং শরীয়তে নিষিদ্ধ তা তার কাছে অবশ্যই অপছন্দনীয় হবে যদিও অন্য কোনো মানদণ্ডে লোকেরা তা পছন্দনীয় মনে করে কিংবা স্বভাবগতভাবে তার নিজেরও ঐ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে। মুমিন সর্বদা নিজের পছন্দ-অপসন্দকে দ্বীন ও ঈমানের দাবির অধীন রাখে। সে তার স্বভাবের আকর্ষণকে আল্লাহ তাআলার রেয়ামদ্বির উপর কোরবান করে।

এজন্য ঈমান যাচাইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপায় যে, নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করা তাতে পছন্দ-অপছন্দের মানদণ্ড কী। আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শরীয়তের পছন্দ-অপছন্দ, না প্রত্ির চাহিদা, নিজের গোত্র, দল, দলনেতৃ, পার্থিব বিচারে মর্যাদাবান শ্রেণী, শুধু শক্তির জোরে প্রবল জাতিসমূহের সংস্কৃতি, সাধারণের মতামত, পার্থিব জীবনের চাকচিক্য কিংবা এ ধরনের আরো কোনো কিছু?

যদি তার কাছে মানদণ্ড হয় প্রথম বিষয়টি তাহলে আল্লাহর শোকর গোষারী করবে আর যদি মানদণ্ড হয় দ্বিতীয় বিষয়গুলো তাহলে খালিস দিলে তওবা করবে। নিজের পছন্দকে আল্লাহ ও তাঁর বিধানের অধীন করবে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার (শরীয়ত ও সুন্নতের) অনুগামী করবে এবং ঈমানের তাজদীদ ও নবায়ন করবে।

আল্লাহর পছন্দকে অপছন্দ করা কিংবা আল্লাহর অপছন্দকে পছন্দ করা অথবা আল্লাহর বিধান অপছন্দকারীদের আংশিক আনুগত্য করা, এসবকে কুরআনে হাকীমে আল্লাহ তাআলা মুরতাদ হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন এগুলোর কারণে বান্দার সকল আমল নষ্ট হয়ে যায়।

ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى آذِبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ 'الشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَآمَلَ لَهُمْ @ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا اللَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ @ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنْسَارَهُمْ @ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّهُمُ الْمُلْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَآذِبَارُهُمْ @ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَبَعُوا مَا أَنْسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْبَارَهُمْ ﴿٦﴾

যারা নিজেদের কাছে সংপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, শয়তান তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবরীণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে ‘আমরা কোনো কোনো বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব’। আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। ফিরিশতারা যখন তাদের মুখ্যমন্ত্রে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন হবে! এটা এজন্য যে, তারা তা অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অস্তোষ জন্মায় এবং তার সম্মিলিতে অগ্রিয় গণ্য করে। তিনি এদের কর্ম নিষ্ফল করে দেন। (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ২৫-২৮)

একই সাথে পরিষ্কার ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ তাআলার পদস্থ হল ঈমান আর অপছন্দ হল কুফর ও শিরক। আল্লাহর কাছে ঈমান ও ঈমান সংশ্লিষ্ট সবকিছু পছন্দনীয়। আর কুফর, শিরক এবং কুফর ও শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছু অপছন্দনীয়। ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا مَأْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُشْرِكٍ كَيْفَ ءَلَّا وَلَئِنْ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَتَّىٰ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَئِنْ تَنْكِحُوا أُولَئِكَمْ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ @ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يَأْذِنَهُمْ @ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَنْهُمْ يَئِذَنَ كَرُونَ ﴿٦﴾

মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুক্ত করলেও, নিচয়ই মুমিন কৃতদাসী তাদের অপেক্ষা উত্তম। ঈধান

ঈমান সবার আগে

► ৬২ ৯

না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুক্ত করলেও, মুমিন কৃতদাস তাদের অপেক্ষা উত্তম। তারা জাহানামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে নিজ জাহানাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। (বাকারা ২: ২২১)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يُشَهِّدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلْخَصَامٌ ⑦ وَ إِذَا تَوَلَّ سَعْيَ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ۚ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ⑧ وَ إِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقْ أَنَّ اللَّهَ أَخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَخَسِبَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ ⑨

আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়। যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু ধ্বংসের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয় ‘তুমি আল্লাহকে ভয় কর তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপে লিঙ্গ করে, সুতরাং জাহানামই তার জন্য যথেষ্ট। নিচয়ই তা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল। (আল বাকারা ২ : ২০৪-২০৬)

وَ لَا تُصِلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَآتَ أَبْدًا وَ لَا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِإِلَهِهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَآتُوا وَ هُمْ فَسِقُونَ ⑩ وَ لَا تُغْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ أَلَادُهُمْ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَ هُمْ كَفِرُونَ ⑪

তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানায়ার সালাত আদায় করবে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবে না। তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অবীকার করেছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন মুক্ত না করে। আল্লাহ তো এর দ্বারাই পার্থিব জীবনে শান্তি দিতে চান; তারা কফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে। (আত তাওবা ৯ : ৮৪-৮৫)

চ. নিজের ইচ্ছা বা পছন্দের কারণে ঈমান ছাড়ছি না তো?

নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা, স্বভাব ও রূচি-অভিরূচি, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ইত্যাদির সাথে যে পর্যন্ত ঈমানের দাবিসমূহের সংঘর্ষ না হয় ঐ পর্যন্ত ঈমানের পরীক্ষা হয় না। ঐ সকল বিষয়ের দাবি আর ঈমান-আকীদার দাবির মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার পরিস্থিতি তৈরি হলেই ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। এই

ঈমান স্বার আগে

পরিস্থিতিই হচ্ছে মুমিনের ঈমানী পরীক্ষার মূহূর্ত। আল্লাহ তাআলা বাস্তার ঈমান পরীক্ষার জন্য, মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য করার জন্য এমনসব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন এবং দেখেন, পরীক্ষায় কে সত্য প্রমাণিত হয়, কে মিথ্যা। কার ঈমান খাঁটি সাব্যস্ত হয়, কার ঈমান নামকেওয়াত্তে।

মুমিনের কর্তব্য, এই পরীক্ষার মূহূর্তে পূর্ণ সতর্ক থাকা। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে দুটোকে গ্রহণের সূযোগ নেই তাই অবশ্যই তাকে কোনো একটি দিক প্রাধান্য দিতে হবে। এই প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তাকে প্রমাণ দিতে হবে ঈমানের। যদি সে আল্লাহ, রাসূল, হিদায়েতের কিভাব, এবং দীন ও শরীয়তকে প্রাধান্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহের বিপরীতে নিজের ইচ্ছা ও চাহিদা, স্বভাবগত পছন্দ-অপছন্দ এবং আতীয়তা ও সম্পর্কের আকর্ষণ ও দুর্বলতাকে জয় করতে পারে তাহলে সে আল্লাহর কাছে সফল ও ঈমানী পরীক্ষায় কামিয়াব। পক্ষান্তরে যদি সে নিজের স্বভাব, কামনা-বাসনা ও পার্থিব সম্পর্ককে প্রাধান্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে আর এসবের খাতিরে ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহের কোরবান করে তাহলে সে ব্যর্থ ও ঈমানী পরীক্ষায় নাকাম। তার নিশ্চিত জানা উচিত, তার ঈমান শুধু নামকে ওয়াত্তের, অন্তর নিফাক দ্বারা পূর্ণ।

কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষায় এই নীতি বারবার উচ্চারিত; মুসলিমের জন্য প্রাধান্যের মানদণ্ড হল আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ঈমান ও ঈমানের দাবিসমূহ। এটি আল্লাহর পক্ষ হতেই নির্দেশিত। সুতরাং একে যে প্রাধান্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করল না সে কুফরের রাস্তা অবলম্বন করল।

নমুনা হিসেবে কয়েকটি আয়াত দেখুন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا إِبَاءً كُفُّ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْ لِيَأْءِ إِنْ اسْتَحْبُوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ<sup>۱</sup> وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>۲</sup> قُلْ إِنْ كَانَ أَبْأَوْ كُفُّ وَ أَبْنَاؤُكُفُّ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَرْوَاجُكُمْ وَ عَشِينَزِتُكُمْ وَ أَمْوَالُ رِاقْتَرْفِتُكُمْ هَا وَ تِجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَلِسْكُنْ تَرْضُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جَهَادٍ فِي سِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ<sup>۳</sup> وَ اللَّهُ لَا يَهِدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ<sup>۴</sup>

হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাই যদি ঈমানের ঘোকাবেলায় কুফরিকে পছন্দ করে, তবে তাদেরকে অঙ্গরক্ষণে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অঙ্গরক্ষণে গ্রহণ করে তারাই জালিম। বল, ‘তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশি প্রিয় হয়

তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পঞ্জী, তোমাদের সঙ্গোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।' আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (আত তাওবা ৯ : ২৩-২৪)

এর চেয়ে আরো স্পষ্ট 'নস' ও বাণীর প্রয়োজন আছে কি? আল্লাহর কাছে মুক্তি শুধু তখনই পাওয়া যাবে যখন আমাদের গ্রহণ বর্জনের মানদণ্ড হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর দীন। আর পার্থিব সকল সম্পর্ক হবে এর অধীন যাতে মোকাবেলার সময় আমরা আল্লাহর ইচ্ছাকেই অগ্রগণ্য করতে পারি। আমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রাধান্যের এই আসমানী মানদণ্ড ত্যাগ করে কোনো পার্থিব সম্পর্ককে, নিজের গোত্র (বংশীয় বা রাজনৈতিক) বা গোত্রপতিদের চিন্তা বা পছন্দকে প্রাধান্যের মানদণ্ড বানায় তাহলে নিঃসন্দেহে সে ইমানের পরীক্ষায় নিজেকে অকৃতকার্য করল।

বস্তু প্রাধান্যের মানদণ্ড-প্রসঙ্গ এক স্পষ্ট বাস্তবতা। চিন্তা করলেই বোৰা যাবে, ইমানের গোটা বিষয়টা নির্ভরশীল প্রাধান্যের উপরই। ইমানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলে সব জায়গায় এটিই দেখা যাবে, ইমান বিল্লাহর প্রথম কথা, গায়রম্ভাহ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর দিকে রংজু করা, শুধু তাঁরই ইবাদত করা, সকল তাগুতের (আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে যুদ্ধরত বিদ্রোহী) আনুগত্য অস্বীকার করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইতাআত (আনুগত্য) করা।

তদ্দৃপ ইমান বির রাসূলের শুরুত্তপূর্ণ কথা, রাসূলের উপর নায়িলকৃত কিতাব ও শরীয়ত এবং তাঁর উসওয়ায়ে হাসানাকে দুনিয়ার সকল ইজয়, মতবাদত ও সংকৃতির চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করা এবং ঐ সব থেকে বিমুখ হয়ে একেই গ্রহণ করা। আর আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হওয়া।

তদ্দৃপ ইমান বিল আবিরাতের অনিবার্য অর্থ, আবিরাতের জীবনকে সফল ও সজ্জিত করার দাবিসমূহকে দুনিয়ার জীবনের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

এভাবে ইমানের এক একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে থাকুন, দেখবেন, ইমান ও ইসলামের অর্থই হচ্ছে হেদয়েতকে গোমরাহীর উপর, আলোকে অঙ্ককারের উপর, কল্যাণকে অকল্যাণের উপর, তাওহীদকে শিরকের উপর, সুন্নতকে বিদআতের উপর, নেকীকে শুনাহের উপর, আনুগত্যকে বিদ্রোহের উপর, আবিরাতকে দুনিয়ার উপর, ইসলামকে গায়রে ইসলামের উপর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অন্য সবার উপর প্রাধান্য দেওয়া।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَبْلَهُ مُظْبَطٌ بِالْإِيمَانِ وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفَّارِ  
صَدِّرَ أَعْلَيْهِمْ غَضَبَ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهِبُّ الْقَوْمَ الْكُفَّارِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ  
سَيِّعُهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝

যে ইমান আনার পর আল্লাহকে অবীকার করল এবং কুফরির জন্য হন্দয় উন্মুক্ত রাখল তার উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গ্যব এবং তার জন্য রয়েছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার হন্দয় ইমানে অবিচলিত। তা এই জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আবিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল্লাহ কাফের সম্পদায়কে হেদায়েত করেন না। তারাই ঐ সমস্ত লোক আল্লাহ যাদের অত্তর, কর্ণ ও চোখে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফেল। নিচ্যাই তারা আবেরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (আন নাহল ১৬ : ১০৬-১০৯)

যাদু ও কুফর থেকে তওবা করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হ্যরত মূসা আ.-এর উপর ইমান এনেছিলেন, ফিরাউন তাদেরকে হাত পা কেটে শূলিতে ঢ়ানোর হ্মকি দিয়েছিল, কিন্তু তাদের জবাব ছিল এই-

قَاتُوا لَنْ تُؤْثِرُنَّ عَلَى مَا جَاءَتِنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِيْ مَا أَنْتَ قَافِيْ إِنَّمَا تَقْضِيْ  
هُنْدِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ إِنَّمَا يَرْبَتْنَا بِيَغْفِرَ لَنَا حَطَنَتَا وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۝ وَاللَّهُ  
خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِجٌ مَا فَيْأَنَ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمْسُطُ فِيهَا وَلَا يَخْلُى ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ  
مُؤْمِنًا قَدْ عَلِمَ الصِّلْحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ الْعُلُوُّ ۝ جَنَّتُ عَدِّنِ تَبَرِّيْ مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا ۝ وَذَلِكَ جَزْءٌ مَّا مَنْ تَرَكَ ۝

তারা বলল ‘আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নির্দশন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত করতে পার।’ ‘আমরা নিচ্যাই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তাও ক্ষমা করেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার প্রতিপালকের

কাছে অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো আছে জাহানাম, সেখানে সে মরবেও না বাঁচবেও না এবং যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে সমৃচ্ছ মর্যাদা-স্থায়ী জাহানাত, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র। (তৃতীয় ৭২-৭৬)

وَمَنْ أَغْرَضَ عَنِ الْكُبْرَى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَتَحْشِرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْلَى ④ قَالَ رَبُّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ⑤ قَالَ كَذَلِكَ أَتَكَ أَيْتَنَا فَتَسْبِينَنَا ۚ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ⑥

... পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সংপথের নির্দেশ আসলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ কষ্ট পাবে না। ‘যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উথিত করব অঙ্গ অবস্থায়’। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অঙ্গ অবস্থায় উথিত করলে? তিনি বলবেন, ‘এমনই আমার নির্দর্শনাবলি তোমার কাছে এসেছিল কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (তৃতীয় : ২০ : ১২৩-১২৬)

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّائِمَةُ الْكُبْرَى ۖ يَوْمَ يَئْذَنُ الرَّبُّ الْإِنْسَانَ مَا سَعَىٰ ۖ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِئَنْ يَرِى ⑦ فَأَمَّا مَنْ كَفَىٰ ۖ وَأَتَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ النَّهَىٰ ⑧

অতঙ্গের যখন যথা সংকট উপস্থিত হবে। মানুষ যা করেছে তা সেই দিন স্মরণ করবে এবং প্রকাশ করা হবে জাহানাম দর্শকদের জন্য। অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় জাহানামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে জাহানামই হবে তার আবাস। (আন নাহিয়াত ৭৯ : ৩৪-৪১)

অপরাধীর উপর দয়ার কারণে হতে পারে কোনো বিচারক হন কায়েম করা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাআলা ছঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, কক্ষনো না, আল্লাহর বিধান ও হৃদয়কে সব কিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য রাখ, যদি তোমরা মুমিন হও।

إِنَّ رَبَّنِيَّةَ وَالرَّازِقَيَّةَ فَاجْلِدُوا أَكْلَهُ وَاجِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلَدٍ ۖ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَالِبَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑨

ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী-তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরি করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শান্তি প্রত্যক্ষ করে। (আন নূর ২৪ : ২)

যদিও এখন হৃদ কায়েম করার বিষয়ে সরকারগুলোর যে অনীহা তার প্রধান কারণ সম্ভবত অপরাধীর প্রতি (অন্যায়) দয়া নয়; বরং মূল কারণ সাধারণত অপরাধ ও অশ্রদ্ধাতার সাথে মানসিক ঐক্য এবং ঐসব মুরব্বিবর ভয় যারা আপাদমস্তক বর্বরতায় দুবে থেকে ইসলামের ইনসাফের আইনকে বর্বর বলে আখ্যায়িত করে। বলাবাহ্ল্য, এসব কারণে ইসলামী হৃদুদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া আরো বেশি ঈমানহীনতা।

এটা সম্ভব যে, কিছু শাসক ঈমানদার হয়েও এবং ইসলামের বিধান ও দণ্ডকে ইনসাফপূর্ণ মনে করেও ভীরুতার কারণে তা কার্যকর করার সাহস করেন না। এদের উপর অবশ্য নিফাক ও ইলহাদের হকুম জারি হবে না।

তো নিবেদন করা হচ্ছিল যে, নিজের ঈমান যাচাই করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল, নিজের অবস্থা বিচার করা যে, আমার কাছে প্রাধান্যের মানদণ্ড ঈমান ও ইসলামের পরিবর্তে নিজের রুচি-অভিগুচি, প্রবৃত্তির চাহিদা কিংবা নিজের দল, গোত্র ও সম্প্রদায়ের পক্ষপাত নয় তো? যদি এমন হয় তাহলে তৎক্ষণাত তওবা করে শুধু এবং শুধু ইসলামী প্রাধান্যের মাপকাঠি অবলম্বন করতে হবে এবং ঈমানের তাজদীদ ও নবায়ন করতে হবে।

আমলের সংশোধনের হিস্ত যদি এই মুহূর্তে না হয় তাহলে ঈমান তো দিলের বিষয়। ঈমানের সংশোধন তো তৎক্ষণাত হতে পারে। আর এর দ্বারা অন্তত আল্লাহ ও তাঁর দ্বিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধ থেকে তো নিঙ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে।

ছ. আল্লাহকে হাকিম ও বিধানদাতা মনে নিতে আবার মনে কোনো ধিখা নেই তো? (নাউয়ুবিল্লাহ)

এক তো হচ্ছে বর্তমানকালের বাস্তবতা যা আমাদেরই কর্মফল যে, ভূগঠের কোনো অংশ এমন নেই যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান কার্যকর, কিন্তু মুমিনমাত্রের জানা আছে যে, মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা এ নয়, মুসলিম উম্মাহ তো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও শরীয়তের অধিকারী। যাতে বড় একটি অংশ রয়েছে রাজ্য-শাসন বিষয়ক। উম্মাহর নেতৃত্ব ও পরিচালনা যাদের উপর ন্যস্ত তাদের ফরয দায়িত্ব ঐ নীতি ও বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, আমর বিল মারফ, নাহি আনিল মূনকার (সকল মন্দের প্রতিরোধ ও

প্রতিবাদ), ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও ‘খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’ (নববী আদর্শ অনুযায়ী যমীনে খেলাফত পরিচালনা করা)-এর দায়িত্ব পালন করা, ইসলামী হৃদ, কিসাস ও তায়ির (দণ্ডবিধি) কার্যকর করা, সাধ্যানুযায়ী ইসলামী জিহাদের দায়িত্ব পালন করা, রাষ্ট্র পরিচালনা (আইন-বিচার, নির্বাহী) এর ক্ষেত্রে নতুন-পুরাতন জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান এবং নতুন-পুরাতন সকল তাগুত্তি ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে ইসলামী বিধি-বিধানের আনুগত্য করা। এ হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা এবং এ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত অবস্থা :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيُسْتَخْلَفُوهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُبَيِّنَ لَهُمْ دِينُهُمْ وَلَيُبَيِّنَ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ ⑩  
أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ وَأَئْمِنُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ ⑪

তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রূতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীগণকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয় ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরিক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুস্থান করতে পার। (আন নূর ২৪ : ৫৫-৫৬)

الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُوْةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ⑫

আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নির্ষেধ করবে; আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে। (সূরা হজ্জ ২২ : ৮১)

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُبَصِّلَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِإِنَّا نَسْوَأْ يَوْمَ الْحِسَابِ ⑬

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে ভেষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্তৃত হয়ে আছে। (সূরা ছ-দ ৩৮ : ২৬)

وَأَنِ الْحُكْمُ بِيَدِهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَعَّ أَهْوَاءَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَمَنْ يَفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِمَغْصِبٍ ذُوْبِهِمْ وَإِنْ كَثُرُوا مِنَ النَّاسِ لَفِسْقُونَ ④ إِنَّمَا حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَنْعَوْنَ ۝ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْقِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَائَءِ بَعْضٍ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর, তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ না কর এবং তাদের সমষ্টি সতর্ক হও যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তারা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ যে, কোনো কোনো পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপদাপন্ন করতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী। তবে কি তারা জাহেলী যুগের বিধিবিধান কামনা করে? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহর চেয়ে কে শ্রেষ্ঠতর? হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পরের পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সংপথে পরিচালিত করেন না। (মায়েদা ৫ : ৪৯-৫১)

এই আয়াতগুলোতে মুসলিম শাসকদের কর্তব্য এবং তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি দুই-ই রয়েছে। এই বাস্তবতা স্মরণ রাখলে জানা যাবে, কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে শাসকদের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র হচ্ছে, যেখানে কুরআন-সুন্নাহ নিশ্চপ এবং ইজমায়ে উম্যত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ঐকমত্যপূর্ণ ফয়সালায় যার নজির নেই। অন্যভাষায়, নবউত্তৃত ইজতিহাদী প্রসঙ্গসমূহ, মোবাহ ক্ষেত্রসমূহ এবং ব্যবস্থাপনাগত বিষয়াদি (যা মোবাহ বিষয়াদিরই অন্যতম বড় অংশ)-এই তিনটি ক্ষেত্রেই মুসলিম শাসকদের আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হতে পারে এবং এর অবকাশও তাদের আছে।

ଆର ଏର ପ୍ରୟେମଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନବଉତ୍ସ୍ତ ଇଜତିହାଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗସମ୍ବେହର ବିଧାନଓ ସମସାମ୍ଯିକ ଫକୀହଗଣେର ଉପର ନୃତ୍ୟ କରା ଅପରିହାର୍ୟ ।

যেসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত নির্দেশনা আছে সেখানে হৃষ্ট ঐ শিক্ষা ও নির্দেশনার অনুসরণ করা ও তা কার্যকর করা জরুরি। এসব বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে বিন্যাস ও সংকলনের কাজ হতে পারে, কিন্তু তা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোনো সুযোগ নেই। অদ্যপ সেসব থেকে বিমুখ হয়ে আলাদা আইন প্রয়োগ কিংবা তার স্থলে মানব রচিত (যে-ই হোক এর রচয়িতা) কোনো আইন গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। কেউ এমনটা করলে যদি নিজেকে অপরাধী ঘনে করে, অন্তরে আল্লাহর প্রতি, আখ্রিয়তের প্রতি, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব, তাঁর বিধান ও শরীয়তের প্রতি ইমান থাকে, আর তার উপলক্ষ্মি এই থাকে যে, আল্লাহর বিধান অনুসারেই রাজ্য পরিচালনা করা ফরয, এতেই আছে কল্যাণ ও কামিয়াবি কিন্তু ইমানী কম্যোরি ও বৃদ্ধিলিঙ্ক কারণে আমি তা করতে পারছি না। তাহলে অন্তরে ইমান থাকার কারণে এবং ঐ হারাম কাজে নিজেকে অপরাধী ঘনে করার কারণে তার উপর কাফির-মুনাফিকের হৃকুম আরোপিত হবে না। পক্ষান্তরে অবস্থা যদি এই হয় যে, আল্লাহর বিধান তার পছন্দ নয়, ইসলামকে সে ঘর ও মসজিদে আবক্ষ রাখতে চায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের নেতৃত্বে তার ইমান নেই, আসমানী বিধিবিধানের উপর মানব রচিত আইন-কানুনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, তাহলে কোনো সন্দেহ নেই তার এই কর্ম ও অবস্থান সরাসরি কুফর। আর এই কুফরের সাথে কথায় বা আচরণে ইমানের দাবি সরাসরি নিষ্কাক ও মুনাফেকী।

## ରାବୁଲ ଆଲାମୀନେର ହକ୍କମ ପଡ଼ନ :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا إِلَهَكُمْ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَّ عَثْمَمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَكُمْ حَيْثُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا لَكُمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا يَذْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ حَلَلَ لَهُمْ بَعْيَدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَاوَنُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَضْلُلُونَ عَنْكَ صَدُودًا**

ହେ ମୁଖିନଗନ ଯଦି ତୋମରା ଆଶ୍ରାହ ଓ ଆସିରାତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତବେ ତୋମରା ଆନୁଗତ୍ୟ କର ଆଶ୍ରାହର, ଆନୁଗତ୍ୟ କର ରାସୁଲେର ଏବଂ ତାଦେର, ଯାରା ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ

ক্ষমতার অধিকারী; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তা পেশ কর আল্লাহ ও রাসূলের কাছে। এটাই উন্নম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। তুমি তাদেরকে দেখ নাই যারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুত্তের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, যখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। (আন নিসা ৪ : ৫৯-৬১)

‘তাগুত্তে’র অর্থ আল্লাহর ঐ বিদ্রোহী বাদা, যে আল্লাহর মোকাবেলায় নিজেকে বিধানদাতা মনে করে এবং মানুষের উপর তা কার্যকর করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে কোনো তাগুত্ত ব্যক্তি বা দলের বানানো আইন-কানুন হচ্ছে সত্য দ্বীন ইসলামের বিপরীতে বিভিন্ন ‘ধর্ম’, যা থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা ছাড়া ইমান সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহর বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর সাথে তাগুত্তের উপাস। বা আনুগত্য করা কিংবা তা বৈধ মনে করা, তদ্দুপ আল্লাহর দ্বিনের মোকাবেলায় বা তার সাথে তাগুত্তের আইন-কানুন গ্রহণ করা বা গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা সরাসরি কুফর ও শিরক। তাগুত্ত ও তার বিধি-বিধান থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ছাড়া ইমানের দাবি নিষ্ফাক ও মুনাফেকী।

এই নিষ্ফাক থেকে বাঁচার ন্যূনতম উপায়, শাসক-জনগণ সকলেরই অন্তরে এই কামনা থাকা যে, হায়! আমাদের এখানে যদি ইসলামী বিধান কার্যকর হত! আমাদের দেশ ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হত! অন্তত অন্তরেও যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ইমান থাকে এবং ইসলামের রাজ্য চালনার নীতি ও বিধানের মর্যাদা-মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে বিদ্যমান থাকে তাহলে এটাও অনেক বড় ব্যাপার। এর জন্যও আল্লাহ তাআলার শোকরগোয়ারি করা কর্তব্য।

পক্ষান্তরে দিলের অবস্থা যদি এই হয় যে,-নাউয়বিহু-আল্লাহকে হাকিম ও শাসক মেনে নিতেই বিধা ও সংকোচ কিংবা অশীকৃতি থাকে, রাজনীতি ও রাজ্য চালনায় আসমানী বিধানের ‘অনুপ্রবেশ’ কেন-এই যদি হয় মনের কথা তাহলে নিশ্চিত বুঝতে হবে, অন্তর ইমান থেকে শূন্য এবং ঐ লোক ইসলামের গতি থেকে থারিজ। তাকে কুফর ও নিষ্ফাক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে খাঁটি মনে তওবা করতে হবে এবং ইসলামের পূর্ণতা, পূর্ণাঙ্গতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার অবশ্য অনুসরণীয় হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে পূর্ণ ইসলাম প্রবেশের মাধ্যমে

ঈমানের নবায়ন করতে হবে, যাতে অস্তত ঈমানের পর্যায়ে আল্লাহ ও তার দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরপর হতে পারে—যদি সদিচ্ছা থাকে—কখনো কর্মগত বিদ্রোহ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে।

মনে রাখুন, হোয়েত ও দীনে হকের বিজয় কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের কাছে সহনীয় নয়। তাদের কাছে এটা খুবই অসহনীয় যে, শুধু আল্লাহর ইবাদত হবে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হবে। মুসলিম উম্মাহর ঈমানী তারাকী এবং উম্মাহ হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা ওদের কাছে চরম গান্দাহের কারণ। এখন যদি ইসলামের কালিমা পাঠ করেও আমার অবস্থা সেটাই হয় আর আমার বন্ধুত্বও হয় তাদের সাথেই তাহলে আমি কীভাবে ঈমানের দাবি করি? আমার আদর্শ তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইচি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ। কুরআন মজীদের বর্ণনায় তো তাঁদের অবস্থা এই-

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْأَنْبِيَاءُ مَكَّةَ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَنِيهِمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا سِيِّئَاتُهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي  
الْتَّوْرَةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَّةً فَأَزْرَكَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوْيَ عَلَى سُوقِهِ  
يُعْجِبُ الرَّزَاعُ لِيَغْنِيَهُمُ الْكُفَّارُ وَ عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَيْلُوا الصِّلْحَتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ  
أَجْرًا عَظِيمًا<sup>⑥</sup>

মুহম্মদ আল্লাহর রাসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মাঝে পরম্পরারের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুসৃহ ও সন্তুষ্টি কামনায় ভূমি তাদেরকে রূক্ত ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্কৃত থাকবে; 'গাওরাতে তাদের বর্ণনা এমন এবং ইনজিলেও তাদের বর্ণনা এমনই। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে বের হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এই ভাবে আল্লাহ মুমিনদের সম্মুক্তির দ্বারা কাফেরদের অস্তর্জ্ঞালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরক্ষারের। (আল ফাতহ ৪৮ : ২৯)

কাফির-মুশরিকদের এই ঘৃণা ও ক্রোধ অতীতেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে যে পর্যন্ত না তারা কুফর ও শিরক থেকে তওবা করে দীনে হক কবুল করে। মুসলিম উম্মাহর ফরয়—যদি নিজের ঈমান রক্ষা করতে হয়—ওদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা। এরপর কেউ যদি ওদের বন্ধুত্ব থেকে প্রভৃতের আসনে

সমাসীন করে এবং নিজেদের আদর্শ বানিয়ে নেয় তবে তাদের অবস্থা তো কুরআন মজীদে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمٌّ نُورًا وَ لَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُونَ ① هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْبَلِّيْنِ كُلَّهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ②

তারা আল্লাহর নূর ফুর্কারে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উচ্ছাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে। -সূরা আসসফ ৬১ : ৮-৯

إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَزْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمُسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ③ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْلِمُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَمَّ نُورًا وَ لَوْ كَرِهَ الْكُفَّارُونَ ④ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْبَلِّيْنِ كُلَّهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ⑤

তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের পদ্ধতিগণকে এবং সংসারবিরাগীগণকে তাদের অভূক্তপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম তন্য মসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরিক করে তা থেকে তিনি কত পবিত্র! তারা তাদের মুখের ফুর্কারে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। কাফেররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উচ্ছাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অন্য সমস্ত দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন। (আত তাওবা ৯ : ৩১-৩৩)

হাদীসে আছে, ইয়াহুদ-নাসারা নিজেদের আহবার-রোহবানের উপাসনা করত না, এখনও করে না। তবে ওরা তাদেরকে হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ওরা নিজেদের আহবার-রোহবানকে ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করেছে। (দ্র. জামে তিরমিয়ী, হাদীস : ৩০৯৫) অথচ ‘রব’ শব্দ আল্লাহ; না তার রব-গুণে কেউ শরীক হতে পারে, না ইলাহ গুণে। এ কারণে যে কেউ আল্লাহর আহকাম-হৃদ্দুল ও আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের বিপরীতে কারো জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার স্বীকার করে তবে সে সরাসরি শিরকে লিঙ্গ হয় এবং ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে নিজের ‘রব’ হিসেবে গ্রহণ করে। আল্লাহ তাআলা

আমাদেরকে সর্বপ্রকারের কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন।  
আমীন।

জ. আমি সাবীলুল মুমিনীন থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না তো?

সর্বশেষ কথা এই যে, কুরআন-সুন্নাহয় সীরাতে মুসতাকীম ও হেদায়েতের উপর অবস্থিত নাজাতপ্রাপ্ত লোকদের পথকে ‘সাবীলুল মুমিনীন’ বলা হয়েছে এবং এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا  
تَوْلِي وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا<sup>①</sup>

কারো কাছে সংপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরক্ষাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাঢ়া অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দর্খন করব। আর তা কত মন্দ আবাস! (আন নিসা ৪ : ১১৫)

এ কারণে নিজের ঈমান যাচাইয়ের সহজ পথ, নিজের আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং জীবন ও কর্ম নিরীক্ষা করা। যদি এতে কোনো কিছু ‘সাবীলুল মুমিনীন’ (মুমিনদের ঐকমত্যপূর্ণ রাস্তা)-এর বিপরীত চোখে পড়ে তাহলে খাঁটি দিলে তওবা করে শুয়ু ও বিচ্ছিন্নতা থেকে ফিরে আসব এবং ‘সাবীলুল মুমিনীন’ (মুমিনদের রাস্তায়) চলতে থাকব। যার দ্বিতীয় নাম ‘মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী’। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঐ রাস্তার উপর দৃঢ়পদ রাখুন। আমীন।

رَبَّنَا لَا تُنْعِنْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهُبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

দল ও দলনেতা আখেরাতে কাজে আসবে না

যে কেউ দুনিয়াতে ‘সাবীলুল মুমিনীন’ থেকে আলাদা থাকবে সে আখেরাতে আফসোস করতে থাকবে।

ইরশাদ হয়েছে-

وَيَوْمَ يَعْصُمُ الطَّالِمُ عَلَىٰ يَدِيهِ يَقُولُ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا<sup>②</sup> / يُوْلَقِي لَيْتَنِي لَمْ  
اتَّخِذْ فُلَانًا حَلِيلًا<sup>③</sup> لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الدِّرْكِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي<sup>٤</sup> وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِلْإِنْسَانِ  
خَدُولًا<sup>٥</sup>

জালিম ব্যক্তি সেইদিন নিজ হস্তব্য দংশন করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে সৎপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে উপদেশ আসার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (আল ফুরকান ২৫:২৭-২৯)

إِنَّ اللَّهَ لَعْنُ الْكُفَّارِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيدًا١٩ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبْدًا٢٠ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا٢١ وَلَا نَصِيرًا٢٢  
يَوْمَ تُقْلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْسَنَا آتَعْنَا اللَّهُ وَآتَعْنَا الرَّسُولًا٢٣ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا  
آتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّيِّئَلا٢٤ رَبَّنَا لِهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَغْنَانِ  
كَبِيرًا٢٥

আল্লাহ কাফেরদেরকে অভিশঙ্গ করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্ঞানত আয়ি; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং তারা কোনো অভিভাবক এবং সাহায্যকারী পাবে না যেদিন তাদের মুখ্যমণ্ডল আগুনে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম!’ তারা আরো বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল; ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাদেরকে দাও মহাঅভিসম্পাত। (আলআহ্যাব ৩৩ : ৬৪-৬৮)

কিন্তু জবাব পাওয়া যাবে যে-

فَإِنِّي لِكُلِّ ضُعْفٍ وَلِكُنْ لَا تَعْلَمُونَ⑤

আল্লাহ বলবেন, ‘প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না। (আল আ’রাফ ৭ : ৩৮)

এবং নেতারা বলবে :

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَدُؤُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ⑥

আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি আশ্বাদন কর। (আল আরাফ ৭ : ৩৯)

তওবার দরজা খোলা আছে

মওত হাজির হলে তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এখনই সংশোধনের সময়। খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ তাআলা কুফর-শিরক ও নিষাকসহ বড় বড় অপরাধও

মাফ করে দেন। শর্ত হচ্ছে, ‘তাওবায়ে নাসূহ’ খালিস তওবা। যে তওবাতে সকল প্রকার কুফর শিরক মুনাফেকী বর্জনের পাশাপাশি সকল প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যমে আতঙ্গদ্বি ও কর্ম সংশোধন এবং সাধ্যমত অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণও শামিল-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفَّارِ يُنَزِّلُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتَرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا إِلَهَكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا @ إِنَّ الْمُنْتَقِيقِينَ فِي الدُّرْزِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَئِنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيبًا @ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَأَعْتَصُوا بِإِيمَانِهِمْ إِلَهٌ فَوْلَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ سَوْفَ يُؤْتَ إِلَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا @ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعِذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ امْتَنَعْتُ وَ كَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْكُمْ @

হে মুমিনগণ! মুমিনগণের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বঙ্গুরপে ঘৃণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও? মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তাদের জন্য কখনো কোনো সহায় পাবে না। কিন্তু যারা তওবা করে, নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনে একনিষ্ঠ থাকে, তারা মুমিনদের সঙ্গে থাকবে এবং মুমিনগণকে আল্লাহ অবশ্যই মহাপুরুষ্মাণ দিবেন। তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ইমান আন তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কি কাজ? আল্লাহ পুরুষ্মাণ সর্বজ্ঞ। (আন নিসা ৪ : ১৪৮-১৪৭)

ইয়া আল্লাহ! আমরা অস্তর থেকে ইমান আনছি এবং আপনার শোকুর আদায় করছি। আপনি কবুল করুন। আমীন।

سَبَّاحَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ عَدْدُ خَلْقِهِ وَرَضَا نَفْسِهِ وَزِنَةُ عَرْشِهِ وَمَدَادُ كَلْمَاتِهِ.  
رَضِيتَ بِاللَّهِ رِبِّاً وَبِالإِسْلَامِ دِينِاً وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، هَذَا، وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى وَبَارَكَ  
وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ •

মুহাম্মাদ আবদুল মালেক  
০৫ জুমাদাল উলা ১৪৩৪ হিজরী  
০৬ মার্চ ২০১৩ ইসায়ী

## ରାହନ୍ୟମା ପ୍ରକାଶିତ କିଛୁ ଏହୁ-

- ⇒ **ତାରବିଯାତ୍ରୁସ ସାଲିକ** (୧ମ, ୨ୟ ଏବଂ ୩ୟ (ଶେଷ) ସତ୍ତା)  
ମୂଳ : ହାର୍ମିମୁଲ ଉତ୍ସାହ ହ୍ୟରାତ ମାଓଲାନା ଆଶରାଫ ଆଶୀ ଧାନତୀ ରହ., ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମାସଉଦୁର ରହମାନ
- ⇒ **ସାହାବୀଦେର ଈମାନନ୍ଦିତ ଜୀବନ** (୧ମ ସତ୍ତା)  
ମୂଳ : ଡ. ଆବଦୁର ରହମାନ ରାଫାତ ପାଶା, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମାସଉଦୁର ରହମାନ
- ⇒ **ତାବେହିଦେର ଈମାନନ୍ଦିତ ଜୀବନ** (୧ମ, ୨ୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ସବ ସତ୍ତା ଏକତ୍ରେ)  
ମୂଳ : ଡ. ଆବଦୁର ରହମାନ ରାଫାତ ପାଶା, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମାସଉଦୁର ରହମାନ
- ⇒ **ନାରୀ ସାହାବୀଦେର ଈମାନନ୍ଦିତ ଜୀବନ**  
ମୂଳ : ଡ. ଆବଦୁର ରହମାନ ରାଫାତ ପାଶା, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମାସଉଦୁର ରହମାନ
- ⇒ **ଆଜ୍ଞାହର ପରିଚୟ**  
ମୂଳ : ମାଓଲାନା ତାରିକ ଆମିଲ, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମାସଉଦୁର ରହମାନ  
ଆସାଧାରିତ ତାବଲିଗୀ ସଫରଲାମା
- ⇒ **ଇଯୋମେନେ ଏକ ଶ ବିଶ୍ୱଦିନ**  
ପ୍ରକେସର ଦେଉୟାନ ମୋଃ ଆଜିଜ୍‌କୁଲ ଇସଲାମ  
କିମ୍ବାର ସିରିଜ୍ - ପର୍ବ ୧ ଓ ୨
- ⇒ **ପ୍ରିୟ ନରୀର ହାତେ ଗଡ଼ା ସାହାବାୟେ କେରାମ**  
ପ୍ରକେସର ଦେଉୟାନ ମୋଃ ଆଜିଜ୍‌କୁଲ ଇସଲାମ  
କିମ୍ବାର ସିରିଜ୍ - ପର୍ବ ୩
- ⇒ **ଏକଜନ ନାତିକ ପ୍ରକେସର**  
ପ୍ରକେସର ଦେଉୟାନ ମୋଃ ଆଜିଜ୍‌କୁଲ ଇସଲାମ
- ⇒ **କୁରାଅନ ପ୍ରେମିକଦେର ଅମର କାହିଁନୀ**  
ମୁହାୟାଦ ମୁୟାଜିଜ୍‌ମ ହୁସାଇନ କାବୁକୀ
- ⇒ **ହାଦୀସେର ପ୍ରାମାଣ୍ୟତା**  
ମୂଳ : ବିଚାରପତି ଆଜ୍ଞାଯା ମୁକ୍ତି ମୁହାୟାଦ ତାକି ଉସମାନି, ଅନୁବାଦ : ମୁକ୍ତି ମୁହିଟୁକ୍ଦିନ କାମେମୀ
- ⇒ **ସମ୍ଯାଜ ସଂଶୋଧନେର ଦିକ୍-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା**  
ମୂଳ : ବିଚାରପତି ଆଜ୍ଞାଯା ମୁକ୍ତି ମୁହାୟାଦ ତାକି ଉସମାନି, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମୁହାୟାଦ ଶଫିକୁଲ ଇସଲାମ
- ⇒ **ପ୍ରଚଳିତ ଭୂତ**  
ଲେଖକ : ମାଓଲାନା ମୁହାୟାଦ ଆବଦୁଲ ମାଲେକ, ଆମୀନୁତ ତାଲିମ, ମାରକାମୁଦ ଦାଓରାହ ଆଲଇସଲାମିଯା ଢାକା
- ⇒ **ଈମାନ ସବାର ଆଗେ**  
ଲେଖକ : ମାଓଲାନା ମୁହାୟାଦ ଆବଦୁଲ ମାଲେକ, ଆମୀନୁତ ତାଲିମ, ମାରକାମୁଦ ଦାଓରାହ ଆଲଇସଲାମିଯା ଢାକା
- ⇒ **ସାଲାମ, ମୁସାଫାହା ଓ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା**  
ମୂଳ : ମାଓଲାନା ମୁହାୟାଦ ଆମୀନ ଦୋତ୍ତ ସାହେବ, ଅନୁବାଦ : ମାଓଲାନା ମୁହାୟାଦ ହାସାନ ରହମାନୀ
- ⇒ **ବକ୍ତାର ଡାୟେରୀ**  
ମାଓଲାନା ଆବଦୁଲ ଗାକକାର ଶାହପୁରୀ
- ⇒ **ପୂର୍ବି କମ ଲାଭ ବେଶି**  
ମୁକ୍ତି ମୁହାୟାଦ ଇସାମଦକ୍ଷିଣ

- ⇒ **বাইবেলই বলে খুস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম**  
মূরতাহিন বিশ্বাস আসির ফাযলী
- ⇒ **ইমামের পিছনে কেরাত পঢ়া এবং তারাবীহ নামাযের রাকাত সংরক্ষণ**  
মূলঃ মুক্তী আলোয়ার হাসেন চিশতী, সম্পাদনাঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- ⇒ **কদিয়ানিয়া অস্মলিম কেন?**  
মূলঃ ৩ মাওলানা মুহাম্মদ মানবুর নুমানী রহ., অনুবাদঃ মাও. মুহাম্মদ নুরুদ্দীন, সম্পাদনাঃ মাও. মাসউদুর রহমান
- ⇒ **প্রিয় নবীর দিন রাত (সাজাত্তাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**  
মূলঃ ৩ মাওলানা সাদ হাসান ইউসুফী, অনুবাদঃ মুক্তী মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন
- ⇒ **দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ**  
মূলঃ ৩ মাওলানা হাকিম মুহাম্মদ আখতার সাহেব রহ., অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আল আমিন চানপুরী
- ⇒ **ইসলামের পরিচয়**  
মূলঃ ৪ সায়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., অনুবাদঃ ৪ মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- ⇒ **দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব**  
মূলঃ ৪ মুক্তী মুহাম্মদ রহিম উসমানী, অনুবাদঃ ৪ মুক্তী হেদায়াতুল্লাহ
- ⇒ **সুন্নাতুর আলোকে আমাদের নামায**  
লেখকঃ ৪ মুক্তী মুহাম্মদ ইব্রাহীম আয়ম
- ⇒ **মুসলিম নাবীর সংগ্রহ সাধনা**  
সঞ্চলনঃ ৪ মাওলানা শহীদুল ইসলাম মাজাহেরী
- ⇒ **ইসলামে জীবিকার নিরূপণ**  
লেখকঃ ৪ মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
- ⇒ **ইয়াম আবু হানীফা রাহ, এক শ ঘটনা**  
সঞ্চলনঃ ৪ মাওলানা মুহাম্মদ বুহুল আবীন, সম্পাদনাঃ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- ⇒ **রক্তাত্ত ফিলিপ্তিন**  
লেখকঃ ৪ মাওলানা শাফী বিন নূর
- ⇒ **কুরআন-হাদীসের আলোকে**
- ⇒ **তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর**  
লেখকঃ ৪ এস. এম. সলেহীন
- ⇒ **আসছাবে মুহাম্মদ (সাজাত্তাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)**  
লেখকঃ ৪ মাওলানা মাহবুবুর রহমান
- ⇒ **সীরাতে আয়েশা রায়ি.**  
মূলঃ ৪ সাইয়েদ সুলায়মান নদভী রাহ.  
অনুবাদঃ ৪ মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, সম্পাদনাঃ ৪ মাওলানা মাসউদুর রহমান
- ⇒ **দুনিয়া বিমুক্ত শত মনীষী**  
মূলঃ ৪ শাইখ সিঙ্গীক আল বিনশাফি  
অনুবাদঃ ৪ মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল জলীল, মাওলানা আতাউল্লাহ আবদুল জলীল







রাহনুমা প্রকাশনী™

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।